বিষাদ-মুকুল।

(খণ্ডকাব্য।)

"আসিয়াছি দেশান্তরে তবু কানে শুনি,
সেই স্নেহ স্রোতস্বিনী সুমধুর ধ্বনি।
নীরব নিশীথে কভু গভীর স্বপনে,
ভাসে তব প্রতিমূর্ত্তি মুদিত নয়নে।"

চিত্ত-মুকুর। ঈশানচন্দ্র

শ্রীরাজকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

শ্রীঅমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

ভবানীপুর ;
হিন্দু পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১২৯১।

বিজ্ঞাপন।

ভারতের অনন্ত-সাহিত্য-ভাণ্ডারে পুরাকাল হইতে অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিগণের কাব্য-রত্ন সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং তাহাদিগের ঔজ্জ্বল্যে ভারত-ভাণ্ডার আলোকিত হইয়াছে। যে ভারত অতিপ্রাচীন কাল হইতে মহাকবিগণের শুভ্র যশোভাতিতে প্রভান্বিত, মহাকবি বাল্মিকীর রামায়ণ, কালিদাসের কুমার সম্ভব, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সুকবি-গণের কাব্য যে দেশকে মধুর-কবিতা-রসে প্লাবিত করিয়াছে, যে দেশে মধুসূদনের কবিতা নদী মধুর কল কল রবে প্রবাহিত, যে দেশ হেমচন্দ্রের শৃঙ্গধ্বনিতে নিনাদিত, নবীন ও ঈশান চন্দ্রের জ্বলন্ত কবিতা যে দেশে জাজ্বল্যমান, সেই ভারতে কাব্য রচনা করিয়া সুখ্যাতিলাভ করা অতীব দুরুহ এবং যশ-লাভ-আশা করা ও বৃথা। গ্রন্থকার সে আশা করিয়া পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই—কেবল স্বভাবের চিত্রগুলি আঁকিবার জন্যই এই খণ্ড-কাব্য খানি লিখিয়াছেন। লিখন কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি পুস্তক খানি আমার কাছে রাখিয়াছিলেন—অভিলাষ হওয়াতে আজ জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিলাম। এক্ষণে বিদ্যোৎসাহী মহোদয় গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক বারেক পুস্তক-খানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পুস্তকে প্রকাশিত প্রণয়-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলির সহিত লেখকের জীবনীর কিছু মাত্র সংস্রব নাই।

গ্রন্থকারের চিরপূজ্য কবিবর শ্রীযুত বাবু ঈশান চন্দ্র-বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে লেখককে উপদেশ দেন,—গ্রন্থকার তাহা না করিয়া কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন। কিন্তু তাঁহার বিলম্ব বিধায় আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া আমি মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ করি, সুতরাং সেই সমস্ত স্থান পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তজ্জন্য গ্রন্থকার তাঁহার নিকট চির অপরাধী আছেন। এবং গ্রন্থকারের অনুপস্থিতি হেতু বিরাম-চিহ্ন (Punctuation) নির্দ্দেশের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, আশা করি, তজ্জন্য সহৃদয় পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।—ইতি—

ভবানীপুর,
৫ই আশ্বিন, ১২৯১।

শ্রীঅমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক
স্বপ্নোন্মাদ	৬৬
হেমন্তে নলিনী র'বেনা সুখী	৬৯
দেখিয়াছি	৭৪
বিচ্ছেদ স্মৃতির পটে করিনু চিত্রিত	৮০
প্রণয়-উচ্ছ্বাস	৮৪
মনে নাই	৮৮
নির্ভিল	৯৩
জীবন পরিচয়	৯৭

—— ০:: ——

মুখবন্ধ।

সংসার——
তোমার বক্ষে করি বিচরণ,
দেখিলাম যাহা,——ইচ্ছা করি বিবরণ,
কিন্তু নাহি সাধ্য তত,
প্রকাশিতে যথা যথ,
চিত্রিবারে ছবি গুলি সুন্দর আকারে,
ভাসিলাম তবু আমি আশা-পারাবারে।
ভিন্ন ভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন ছবি,
ইচ্ছা করে একে একে প্রকাশিতে সবি;
আজ কাল রুচিলয়ে বড় কোলাহল,
গ্রন্থকার আলোচক শিক্ষিতের দল,
উপাস্য রুচির তরে,
লেখনী ধরেন করে,
বিষাদ-মুকুলে নাহি সে রুচির ভান,
আছে মাত্র গুটী কত বিষাদের গান।

বিষাদ মুকুল।



চোক গেল।



কাঁপায়ে সুদূর শূন্য সুললিত সুস্বরে
"চোকগেল"—বোলে অই কে গাইল কাতরে
　　চঞ্চল করিল প্রাণ
　　সৃষ্টি ছাড়া একি গান
কে তুই জাগালি শোক নিরদয় হইয়ে !
ভুলিয়াছিলাম তবু মরমেতে মরিয়ে।

২

"চোকগেল"—বোলে তোরে কে শিখালে কাঁদিতে
ভাসাতে প্রকৃতি বক্ষ বিষাদের সঙ্গীতে
　　জন্মাবধি এক (ই) বুলি
　　কভুও যাওনা ভুলি
কি ব্যথা পেয়েছ বল তাই চোখে সয়না
কিসে তব চোকগেল কি তোমার যাতনা।

৩

কেন সদা বহে হৃদে বিষাদের ঝরণা
কেমন পেয়েছ চোক, গেল বই র'য়না
রোগ, শোক, তাপ ভুলে
দেই আজ প্রাণ খুলে
গাও তুমি—শুনি আমি—বন বিহারিণী!
গাওতুমি—শুনি আমি—বিহগীদুঃখিনী

৪

কি জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছ সংসারে
কি দুঃখে ভেসেছ পাখী অন্তহীন পাথারে
সংসারী মহত তবু
এ কষ্ট সহনি কভু
তবে কি কারণে ছিছি শুধু শুধু কাঁদনা
ছেলে মানুষের মত কিংবা ওই বায়না।

৫

বড় সাধ বিহঙ্গম কারণ কি শুনিব
তোমার কেমন ব্যথা কি প্রকারে বুঝিব
বারেক বলরে খুলে
পশুক শ্রবণ মূলে
দেখিব তুলনা কোরে কা'র বেশী ভাবনা
মাথা খাও একবার কি বেদনা বলনা!

৬

স্বইচ্ছায় যথাইচ্ছা অভিনব প্রদেশে
উড়িয়া যাইতে পার সুস্থ হোতে অক্লেশে!

অর্থে নাহি প্রয়োজন
বেশ, ভূষা, আভরণ
অসম্বলে সকলিত হয় তব সম্বল
শুনাও— বিহগী তবে কেন চিত্ত বিকল!

৭

কি না বল পাও তুমি নিত্য বিনা আয়াসে
সুশীতল সমীরণে ভাস দূর আকাশে
স্বভাব আপনি আসি
পুরায় অভাব-রাশি
উচ্চবৃক্ষ চূড়ে থাক সুপল্লবে আবৃত
বুঝিতে পারিনা তুমি কি সুখে যে বঞ্চিত।

৮

মনের মতন লোক মিলে যদি জগতে
তেমন সুখের আর নাহি কিছু মরতে
কুটিলতা, অহঙ্কার
পরিপূর্ণ এ সংসার
দোষ গুণ বিহঙ্গম, নিজে কেহ খুঁজেনা
তোমামদে বশ্য নর, ভালমন্দ চিনেনা।

৯

পাগল নির্ব্বোধ পাখি বুঝনাকি জাননা
পরে যে পরের ব্যথা শুনে কভু শুনেনা
নিশিদিন এত কাঁদ
তবুত মিটেনা সাধ

অসুখী অনেকে মনে মুখে কেহ ফুটেনা
অবোধ বুঝনা হেথা কেঁদে সাধ মিটেনা !

১০

কথারাখ—এস পাখী একবার নিকটে
আমারো হৃদয় ভাঙ্গা কত শত সঙ্কটে
এ জগৎ জ্বালাময়
আশা হেথা নাহি যায়
এস দোঁহে দুঃখকথা পরস্পরে বলিব
মন খুলে—প্রাণ খুলে—শুনাইব—শুনিব

১১

কিবা ঊষা, কিবা সন্ধ্যা, হাসি মাখা যামিনী
কিছুই সুখের নয়, দুঃখময় মেদিনী,
যা'র ভাবনায় ভাব
নাহি তা'র শোক তাপ
সে কভু ভ্রমেও তা'রে মূহুর্ত্তেক ভাবেনা
অন্তিমে-অতৃপ্ত বক্ষে যাবে তবু পাবেনা

১২

কাল চক্রে নিরন্তর দেয় পীড়া মরমে
জানি পাখি—নাহি যায় সে বেদনা জনমে
তা'বোলে অবোধ প্রায়
ঘোষণা উচিত নয়
তাপিত আমারো হৃদি বুঝি পর যন্ত্রনা
বিদারি অনন্ত শূন্য "চোবগেল" গেওনা।

বাল্যক্রীড়া এস বারেক করি।

—o—

১

চিন্তা—গম্ভীরতা—কর' অপসৃত,
কূটতর্ক থাক্ বক্ষ-শিলাবৃত,
স্থির কর' মন—উন্মত্ত জীবন,
কর'—অন্তরের দুরাশা দমন—
আশা—তৃপ্ত কবে জগত জন!

২

যেদিন গিয়াছে ফিরিবেনা আর,
হেসে—কেঁদে—যাবে ভবিষ্য আবার,
জগতের রীতি—জীবন-পরিধি,
সুখ, দুঃখ স্পর্শ করে নিরবধি,
কার সাধ্য রোধে কালেরগতি!

৩

প্রিয়তম—ওই পুষ্প বৃক্ষ রাজি,
প্রস্ফুট-কুসুমে হাসিতেছে আজি,
ও পুষ্প শুখাবে, ও হাসি ও যাবে,
অঙ্কুর বিটপী শির উত্তোলিবে—
চিন্তা-শিখা সদা শুধুই জীবে।

৪

সংসারের জ্বালা, বিড়ম্বনা যত
এ জনমে, জানি কভু যাবেনাত——
কেন মর্ম্মে জ্বরি, বৃথা পুড়ে মরি,
কেন বৃথা ভেবে পরমায়ু হরি,
বাল্য ক্রীড়া এস বারেক করি।

৫

এ ভারতে সখে! পাণ্ডু কুরুগণ,
দেবর্ষি, রাজর্ষি, ঋষি, নারায়ণ,
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, রাক্ষস, বানর,
খনা, লীলাবতী, মহা কাব্যকর,
করেছিল লীলা সেদিনান্তর,

৬

ব্রহ্মাণ্ড পূজিতা সে সাবিত্রী সতী,
দময়ন্তী, সীতা, রূপ-গুণ বতী
নাহি সে পদ্মিনী, পৃথা তেজস্বিনী,
ভারত-মহিলা অধুনা দুঃখিনী——
আজন্ম যে তারা কি অভাগিনী।

৭

বীর-ধুরন্ধর ক্ষত্রিয় কেশরী
অজেয় প্রতাপে বীর-সজ্জা পরি'
সদর্পে খেলিত হ'য়ে হরষিত
দুর্ব্বলের (ও) শিরা, ধমনী, নাচিত——
সে লীলায় সবে হইত ভীত।

৮

নাহি সে পন্নগী—সুমেরু ভূধর,
সে অমৃত নাহি উগারে সাগর;
শুধু হলাহলে, নিশিদিন জ্বলে—
কিবা নারীনর ভারতে সকলে,
সে ক্রীড়া হ'বেনা এ মরুস্থলে

৯

যদি দিন ফিরে গ্রহ অবসানে
ফিরিবে এরূপে ; কাল-সিন্ধুপানে,
জীবনের তরী—যাইতেছে সরি
ধন-লিপ্সা ক্ষণ কাল পরিহরি
বাল্যক্রীড়া এস বারেক করি !

১০

বাতুল বলিবে—বলুক সংসার,
হাসিবে—কি ক্ষতি তোমার আমার ?
আজ্ যে হাসিবে কাল সে বুঝিবে
কা'র বাতুলতা বুঝিতে পারিবে
বাতুলের অংশ সবারে দিবে।

১১

হেসে খেলে লও যে কদিন পার,
মুদিলে নয়ন সবি অন্ধকার,
রূপ, গুণ, মান,সাধের পরাণ,
বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণে অবসান
সৎকর্ম্ম কর আছে ত জ্ঞান।

১২

ভুলিতে বলিনা ওই-গম্ভীরতা;
থাক্ গম্ভীরতা—থাকু মাদকতা,
সম পরিমিত সর্ব্বত্র বিহিত,
এখন হ(উ)ক না জগত-নিন্দিত—
পরিণামে তাহে হইবে হিত।

১৩

এস প্রিয়তম, করি আলিঙ্গন,
বাল্যক্রীড়া করি মিলে দুইজন,
সে বাল্য ভোজন, সেই অধ্যয়ন
"ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী" করিয়া স্মরণ,
আনন্দে ভাসাই ব্যাকুল মন।

১৪

শৈশবের সখা—অমূল্য রতন!
ন্যায়—স্মৃতি—শাস্ত্র—সূক্ষ্ম রসায়ন
বারেক বিজ্ঞান—উদ্ভিদ—দর্শন
সৃষ্টি—কূটতর্ক হও—বিস্মরণ,
ভুলি—এস বাল্য খনিজধন।

১৫

আগেকার আর নাহি সে আদর,
সেই শাদামন চিন্তায় কাতর,
সেই হাসি-মুখ, সে স্বাধীন সুখ,
কিছুইত নাহি—নাহি সেই ভুখ;—
কিন্তু—আজ(ও) আছে সেই সে বুক।

১৬

খেলিব— হাসিব—দোঁহে পরস্পরে ;
তুমি দেখো মোরে, দেখিব—তোমারে ,
সমস্ত পাশরি,—বক্ষে বক্ষি ধরি,
কেন বৃথা ভেবে পরমায়ু হরি,
বাল্যক্রীড়া এস বারেক করি।

কেন দেখা দিলে।

মানস মোহিনি! আসি,
কেন দেখা দিলে
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে থাকি
হইয়াছি সর্ব্ব ত্যাগী
হইয়া প্রেমের যোগী পুড়ি চিন্তানলে
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম ভুলেছি সকলে!

২

হৃদয় তোষিণি! আসি,
কেন দেখা দিলে
এত কষ্টে এত দিন
মন কোরে উদাসীন
পূজিতেছি চিন্তাদেবে নেত্র পূত জলে
হাসি হাসি মুখে আসি কেন দেখা দিলে

৩

জীবন সঙ্গিনি ! আসি,
কেন দেখা দিলে
যে মূর্ত্তি ভুলিব বোলে
দিবা নিশি অশ্রুজলে—
ভাসাইয়া বক্ষস্থলে নিবাই অনলে
সে অনল জ্বালাইতে কেন দেখা দিলে !

৪

মানস রঞ্জিনি ! আসি,
কেন দেখা দিলে
পার্থিব সুখের আশা
বিসর্জ্জিয়া ভাল বাসা
মরে বেঁচে, বেঁচে মরে, আছিরে বিরলে
চাতুরী করিয়া আসি কেন দেখাদিলে !

৫

চিত্ত বিনোদিনি ! আজি,
কেন দেখা দিলে
কাঁদাইতে অভাগায়
পোড়াইতে যন্ত্রণায়
ভাসাইতে পুনরায় অকুল সলিলে
ভুলি ভুলি ভাবিলাম কেন দেখাদিলে !

৬

আশা মরীচিকে ! আসি,
কেন দেখা দিলে

আর কিরে স্থান নাই,
আসিলে এখানে ভাই,
কোন্ অভিলাষ তব সাধন করিলে,
এ খেলা খেলিতে বল কে তোরে শিখালে ?

৭

আশা প্রবাহিনি ! বল,
কে শিখালে তোরে,
হাসিতে অমন কোরে,
কাঁদাইতে অভাগারে,
দেখাইয়া এই ছবি নিমেষের তরে,
আকর্ষিতে শূন্য প্রাণ রাক্ষসী আচারে !

৮

নয়ন শোভনা আসি,
কেন দেখা দিলে,
রুদ্ধ ছিল স্মৃতি দ্বার,
প্রাণে ছিল লঘু ভার,
মরি মরি ও হাসিতে কিবা গুণ ছিল,
সুপ্ত যন্ত্রণা মম সহসা ~~হাসিল~~! জাগিল

৯

আশা বৈতরণী তোরে
দেখিনু যখনি,
পূর্ব্ব স্মৃতি, পূর্ব্ব ভার,
বাড়িল দ্বিগুণ তার,

আশা তৃষা শোক—ক্ষোভ সকলি জাগিল,
আবর্ত্তিয়া হৃদিমাঝে চিত্ত বিচলিল!

১০

চপলা লতিকে সেবে
কি যাতনা হায়!
নির্জ্জনে পরাণ ভোরে,
কাঁদিয়াছি অকাতরে,
জীর্ণ হইয়াছি কত মর্ম্ম বেদনায়,
এমন জ্বলন কিন্তু জ্বলি নাই তায়!

১১

এ এক নূতন!
তীক্ষ্ণ ছুরিকায় বিঁধি,
অন্তরে অন্তর ভেদি,
তীব্র বিষস্রোতে সব ঢেউ খেলে যায়,
যায়—যায়—প্রাণ যায়—তবু নহি যায়!

১২

নীরব-রোদনে
ভাসে যবে এ নয়ন,
ধীরে ধীরে সমীরণ,
না সাধিতে আগে এসে মুছায় নয়ন,
তুমি কিন্তু বুঝিবে না আমার বেদন!

১৩

মিনতি আমার,
যতদিন বেঁচে র'ব,

এ কষ্ট সহিব সব,
এ জীবনে যন্ত্রনার অবসান নাই!
ও চিত্র দেখিতে যেন আর নাহি পাই!

১৪

জীবন আলোক!
আমরণ আমি তোরে,
জপ মাল্য মত কোরে,
হৃদয়ের গূঢ় স্থলে যতনে রাখিব,
দেখা দিও নারে কিন্তু মরমে মরিব!

১৫

অমূল্য রতন!
কি মোহিনী শক্তি তব
এ কথা কাহাকে ক'ব,
প্রতিজ্ঞা করেছি কত ভুলিবার তরে,
পারি না ভুলিতে—আরো দেখা দিওনারে!

১৬

নির্ব্বাক সুহাসে!
বিস্মৃতি যাতনা যত
উথলিছে ক্রমাগত
পৃথিবি আমার কাছে শ্মশান এখন,
চলে যাও—জীবনের তৃষিত রতন।

১৭

যশ, মান, ধন,
বিদ্যা, মহত্ত্ব-লালসা,

মিটেছে সে সব আশা,
অন্তিমে বারেক এসে দিও দরশন,
কাঁদিতে বসেছি যদি কাঁদি অনুক্ষণ।

১৮

মায়া, মোহ, প্রেম,
এ শরীরে নাহি আর,
ছার—এ পোড়া সংসার,
নীরবে নয়ন নীর করিলে পাতন,
ঘুচে যায় চিত্ত জ্বালা সুখী হয় মন!

১৯

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ,
গাঢ় তমসায় ঢাকা,
ভাগ্যে শুধু আছে লেখা,
এ জীবনে যন্ত্রনায় দহিব কেবল,
ভুগিতে এসেছি ভুগি উপযুক্ত ফল!

২০

শোকের দংশনে,
অপার অনন্ত দুঃখে,
বুক ফাটে থেকে থেকে,
নিরাশ জীবন-ভার বহিতে পারি না,
নির্দ্দয় জগতে কেহ মানা ত মানে না!

২১

ভীম যাতনায়,
ফুরায়েছে সব সাধ,

বিষাদ মুকুল।

ভেঙ্গেছে শান্তির বাঁধ,
ভাসিয়াছি—নৈরাশার অকূল সলিলে,
যত ভাসি—তত ভাবি—কেন দেখা দিলে

না বুঝিনু তুমি মণি কি ফণী!

১

অনল অক্ষরে এ রচনা কা'র-
" ডাক প্রিয়তম—ডাক আরবার "
কে বিঁধিল বাণ হৃদয়ে আমার,
পাগল পরাণ মাতালি কেন?

ডুবেছিল তরী যাইত ডুবিয়া,
শূন্য বক্ষে তা'র কি ফল ভাসিয়া,
ভগ্ন-তরী কেন তুলিলি আসিয়া,
বাড়াইলি ব্যথা কেন রে হেন?

৩

শিশু তপনের মাধুর্য্য বিকাশে,
উথলিল মন উল্লাস উচ্ছাসে,
ক্ষণে মধুরতা লুকা'ল আকাশে,
অন্ধ মনঃ! তুমি বুঝ না ফাঁকি!

৪

বসন্তের বক্ষে স্নিগ্ধ সমীরণে,
পঞ্চমে তুলিয়া অকপট মনে,
শঠতা চতুর কঞ্চুকী কূজনে,
ফুরা'ল বসন্ত—লুকা'ল পাখী !

৫

সংসারের সবি ভঙ্গুর প্রকৃতি,
বুঝা নাহি যায় বিরাগ বা প্রীতি,
নিমিষে নিমিষে বিভিন্ন বিকৃতি,
স্থায়ী কিছু নয় মরতে চির।

৬

পাগল হইলে—বুঝিলে না ভুল,
কোথা তুমি প্রাণ—কোথা সে পুতুল,
কোথা বা প্রণয় অনর্থের মূল,
কা'র তরে ঝরে নয়নে নীর !

৭

আজি সে সঙ্গীত বহিছে কোথায়——
"ডাক প্রিয়তম—ডাক পুনরায়,
তুমি ডাক মোরে, ডাকিব তোমায়"
কই কত দূরে কোথায় বয় ?

৮

কোন্ পুরী যুড়ে সে সঙ্গীত আজি,
স্তরে স্তরে স্তরে উঠিতেছে নাচি,

কা'র মন হরে দেখাইয়ে বাজী,
যে রূপে হরেছে মম হৃদয়।

৯

কাঁদিয়াছি আমি—কেঁদেছে সংসার,
পর প্রাণ চুরি ব্যবসায় তা'র,
ভাল বেসে বুঝি পুনঃ সে কাহার
হৃদয় হরণ আশয়ে আছে।

১০

ছিল এক দিন মনে আছে, আমি
উন্মাদের মত কিছুই না মানি'
প্রেম জলধির মহা বর্ত্তে নামি
ডুবায়েছি প্রাণ পাকের মাঝে।

১১

নিশি দিন ভাবি—ভাবনা না যায়,
ফনিণীর বিষ সম—সদা ধায়
উন্মত্ত প্রবাহে ধমনী শিরায়—
আর(ও) বা সহিব—বাঁচিব কত।

১২

প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে তাহার,
ভাল বাসা এযে সাজান দু'ধার,
সে অক্ষর(ও) ওই—হেরি অনিবার
জ্বলন্ত পাবক শিখার মত!

১৩

কভু ভাবি দগ্ধ করি এ অক্ষর,
ভস্ম হ'ক এই যাতনা-আকর,
না জানি কি ছলে হয়েছে অন্তর,
দহিতে এ লেখা প্রাণে যে বাজে।

১৪

দেখি কতবার বাসনা না যায়,
রোদনের সাধ কভু না ফুরায়,
বুঝি হৃদে শুধু যাতনা জড়ায়,
তবু প্রাণ বাঁধা তাহারি কাছে।

১৫

ওই যে ওখানে প্রেমের তুফান—
"শুনিব মধুর মধুর সে গান,
শুনিয়া জুড়াব তাপিত পরাণ"
কোন্ প্রাণে বল লিখিয়াছিলি।

১৬

কোন্ প্রাণে বল্ আছিস ভুলিয়া,
কোন্ প্রাণে কোথা খেলিস হাসিয়া,
~~কি কঠিন~~ কিসে বল্ তোর হিয়া
কোন্ প্রাণে মোরে ভাসায়ে দিলি

১৭

হৃদয়-শোণিতে করিয়া অর্চ্চন—
(সদাচারে তোর) শেষ কি এখন—

সহিব রে তোর(ই) অসহ্য দংশন,
ভাল শিখাইলি নিঠুর তুই।

১৮

কালের স্বধর্ম্ম এই যদি হয়,
বুঝি নাই আমি, দোষ তব নয়,
সংসারে মানব কালে সবি সয়,
কিছুই না র'বে দু'দিন বই।

১৯

ভালবাসি তোরে, জানি না ভুলিতে,
হৃদয় বন্ধন না পারি খুলিতে,
কাঁদি কাটি সুখী তা'তেই মহীতে,
মরিলে এ ব্যথা পাব না জানি

২০

পা'ব না দেখিতে—পা'ব না ভাবিতে,
প্রাণের পুতুল এ জ্বালা সহিতে
হবে না তখন, হবে না দহিতে
আদরের ধন আশার খনি।

২১

কি ছিল অন্তরে—কি আছে অন্তরে,
কেন বা বঞ্চিলে প্রাণ চুরি করে?
কি জানি কি আছে তোমার ভিতরে
না বুঝিনু তুমি মণি কি ফণী!

ভুলিব কেমনে

১

এতকাল যে মূরতি,
নাহি দিন—নাহি রাতি,
নাহি ক্ষণ, দণ্ড, পল, মাস, বর্ষ, যুগ,
শয়নে, স্বপনে ভাবি' মিটিল না দুখ,
তবে ভুলিব কেমনে!

২

সদা যা'রে হৃদে হেরি,
প্রত্যেক স্মরণে স্মরি,
উজাড়িয়া হৃদি যা'রে বক্ষ মম খালি
দিয়াছি যাহার তরে এ পরাণ ঢালি
তা'রে দেখি হৃদাসনে!

৩

যেই ভিত্তি যশ, মান—
উৎপত্তি, নিষ্পত্তি স্থান,
সংসার সুখের ছিল যাহার কারণ,
ভুলিব সে ধন মম মানস-মোহন,
না—না—ভুলিব কেমনে!

৪

কি শয়নে, কি স্বপনে,
অথবা কি জাগরণে,
অবিরাম দেখি যা'রে চোখের উপরে,
সেই বলে " ভুলে যাও " নিষ্ঠুর অন্তরে,
কিন্তু ভুলিতে জানি নে!

৫

যা'র হাসে আমি হাসি,
যা'রে এত ভালবাসি,
যে মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদে আঁকা আছে,
" শেষ অভিনয় এই " আসিয়া সে কাছে—
বল—বলিল কেমনে!

৬

প্রথম জীবনে আজি,
সাধকের বেশে সাজি,
যা'র সাধনায় সব গিয়াছে ভাসিয়া,
সেই ত বলিল—" ফল নাহিক ভাবিয়া "
তবু—আরো ভাবি মনে!

৭

কি সে ভাবে মনে মনে,
ভাবিয়াছি নিরজনে,
চিন্তার অসাধ্য কিন্তু কি ভাব অন্তরে—
রেখেছে যে সে নিঠুরা অভাগার তরে,
কিছু নিশ্চয় বুঝিনে!

৮

পুনরায় ভাবি তাই,
অভাব ত কিছু নাই,
তবু সে নিকটে এসে কেঁদে কি কারণ
বলিল—"বারেক নিত্য দিও দরশন"
কেন কাতর বচনে !

৯

যা থাকে তাহার মনে,
সে তাহার ধর্ম্ম জানে,
পাষাণী যে তা'র কর্ম্ম করি আলোচনা,
কি কাজ বৃথায় এত বাড়ায়ে যাতনা,
যদি—রাখে সে গোপনে !

১০

ভুলিব না তা'রে আমি,
জানেন অন্তরযামী,
জীবনের যাহা কিছু সমস্ত তাহায়
অর্পিয়াছি—তাই আজি উদাসী ধরায়,
তবে—ভুলিতে পারিনে !

১১

যার তরে নিশি দিন,
ভেবে ভেবে তনু ক্ষীণ,
এত কাঁদি—আরো কাঁদি—স্মরিয়া যাহায়,
সঁপিলাম এতকাল যা'র সাধনায়,
তা'রে পূজিব যতনে !

১২

কাঁদি সেও ভাল তবু,
ভুলিব না তা'রে কভু,
এ চিন্তায়—এ কান্নায়—পাই তবু সুখ,
থাকুক তাহারি তরে এই ভাঙ্গা বুক,
ভাবি—ভুলিব কেমনে!

আলোকেও হেরিলাম সব অন্ধকার।

মুছিয়া নয়ন করে আসিনু প্রাঙ্গনে,
শূন্যমনে হেরিলাম প্রভাত-অরুণ,
সহসা একটী রব পশিল শ্রবণে:——
"ভ্রান্ত তুমি প্রিয়তম—অতি নিদারুণ।

২

প্রভাতী সমীরে ভাসি ধীরে সেই রব,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূর শূন্যে মিশাইল;
সুরে সুরে নিম্নে আসি' হইল নীরব,
উথলি আবেগ-উৎস হৃদয় মথিল।

৩

অদূরে প্রাসাদ'পরে মুক্ত বাতায়নে,
ছুটীল উদ্ভ্রান্ত ভাবে পাগল পরাণ,

সম্ভাষিল পুনঃ কষ্টে গম্ভীর বচনে,—
প্রিয়তম !—তুমি অতি নিষ্ঠুর—অজ্ঞান।”

৪

দীর্ণ-বক্ষে হেরিলাম অস্ফুট-আলোকে,
দাঁড়াইয়া স্থির ভাবে সাধনার ধন,
পড়িল সে প্রতি-বিম্ব হৃদয় ফলকে,
অমনি হইনু দোহে নিষ্পন্দ তখন।

৫

এক খানি চিত্র যথা অন্য চিত্রে দেখে;
অন্য চিত্র হেরে যথা তাহাতে আবার,
সেরূপ উভয়ে। কারো শব্দ নাই মুখে,
অবিলম্বে অশ্রুধার বহিল দোঁহার,

৬

শত ভুজঙ্গের বিষ বহিল শিরায়,
যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইল অন্তর,
সরায়ে নয়ন নিম্নে স্থাপিনু ধরায়,
আবার কহিল যত্নে, হইয়া কাতর:—

৭

“ ছিন্ন-পতাকার মত অন্তর আমার,
উড়ু উড়ু করে তবু পারেনা উড়িতে,
আপনার ভরে ভারী আমার অন্তর,
ইচ্ছা করে ছুটে যাই, পারিনা নড়িতে,—

৮

ক্রোধ অভিমানে পূর্ণ তোমার স্বভাব,
দোষী ভাব নিরন্তর নাহিক কারণ,
মন্দ ভাগ্য, তাই তুমি দেও এত তাপ,
মন্দ ভাগ্য, তাই মম হয়না মরণ;——

৯

বড় সাধে এত কাল একটী রতন—
লক্ষ্য করি এত জ্বালা ছিলাম ভুলিয়া,
সেও প্রতিবাদী, কষ্ট করেনা স্মরণ,
স্বার্থ পর—অপরাধ দেখেনা ভাবিয়া।”——

১০

নাহি অন্যোপায় আর মরণ ব্যতীত,
কুণ্ঠিত নহিক তা’তে—সুখী হই যদি
এখনি প্রস্তুত আছি মরণে নিশ্চিত,
এত জ্বালা কত কাল সব নিরবধি——

১১

হাসি খেলি বটে কিন্তু সকলি লৌকিক,
আমোদ হইতে আমি দূরে অবস্থিত,
জাননাকি আজো—ওযে নহে আন্তরিক;
আজো অবিশ্বাস! একি তোমার উচিত!——

১২

অদৃষ্ট-লিখন যাহা নহে খণ্ডনীয়,
অসহ্য, তবুও—সহি মরিয়া বাঁচিয়া,

এ যাতনা, এ জনমে নহে অপনেয়,
কিছুই বুঝিনা যেন, সমস্ত বুঝিয়া——

১৩

অবিশ্রাম কত কাঁদি বসিয়া বিরলে,
যত দিন বেঁচে রব কাঁদিব নিশ্চয়,
পূজিব তোমারে তবু নয়নের জলে,
এক বার নিত্য দেখা দিও নিরদয়——

১৪

গিয়াছে হৃদয়-গ্রন্থি আমূল ছিঁড়িয়া,
ক্ষমা কর কাঁদা (ই)ওনা আর এ কাদিন,
ও পরাণে এ পরাণ গিয়াছে মিশিয়া,
তাই তুমি অসময়ে-মমতা বিহীন——

১৫

প্রণয়ের নিষ্ঠুরতা নূতন কেমন,
কণ্টকের অগ্র যথা স্বতঃ সূক্ষ্ম হয়,
এ শিক্ষার নাহি চাহি অন্য অধ্যয়ন,
সংসারে কেহই কারো দুঃখে দুঃখী নয়—

১৬

পূর্ণ মনোরথ হও নিষ্ঠুর, নির্ম্মম,
সাধ মিটে যাক্ তব, কাঁদায়ে আমারে,
দাও, যত কাল পার মরমে বেদন,
থাক্ এই তুষানল হৃদয় ভাণ্ডারে——

১৭

অভিলাষ তব, তুমি যাহা ইচ্ছাকর,
কাঁদাও কাঁদিব সেত তব ইচ্ছাধীন——
কাঁদি আমিতব তরে তাই সুখ কর,
প্রিয়তম! বুঝিলাম সবি ভাগ্যাধীন——

১৮

নিরুপায়—তাই পূজি গোপনে অন্তরে,
জেনেও যদ্যপি তুমি অবোধ এমন,
থাক চির দিন মাতি ঘোর অহঙ্কারে,
আমি কিন্তু ভুলিবনা থাকিতে জীবন!”

নীরব হইল রব, তুলিনু মস্তক,
শূন্যগৃহ—বাতায়ন—সবি শূন্যাকার,
চতুর্দ্দিকে বিথারিয়া পড়েছে আলোক,
আলোকেও হেরিলাম সবি অন্ধকার!!



সেই এক দিন আর এই এক দিন।

১

সেই এক দিন আর এই এক দিন।
আর সে শৈশব নাহি,
বাল্য-চিন্তা কিছু নাহি,
শৈশবের বন্ধু নাহি এই একভাব!
ভেবে দেখ সব(ই) আছে আমার অভাব

২

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
সে ছিল বিভিন্ন ভাব,
সে ছিল স্বতন্ত্র তাপ,
সে ছিল সরল হাসি, সরল অন্তর,
এখন যে দিকে চাই সব(ই) স্বার্থপর ॥

৩

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
সেও সেই—আমি এই,
সবি আছে, তবু নেই,
ছিল সুখ, ক্রমে দুঃখে হতেছে বিলীন
ছিল হাসি—নাহি আর—এই এক দিন।

৪

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
সেই গ্রহ, সেই চাঁদ,
আজ(ও)হয় দিন রাত,
সেই ঋতু, সেই ধরা, সেই বার মাস,
আজো সেই মন, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত-উদাস!

৫

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
ওই রবি সেই স্থানে,
পৃথ্বী রত আবর্ত্তনে,
ওই গিরি—ওই দেখ পরশে আকাশ,
সেই প্রাণ—এই বক্ষ—নাহি অভিলাষ!

৬

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
ওই সেই শুধু মাঠ,
পার্শ্বে নদী বাঁধা ঘাট,
এতীরে নগর, গৃহ—ওই বাতায়ন,
বুক ফেটে যায় আজি করি দরশন !

৭

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
স্থির নেত্রে ওই স্থানে,
চাহিয়া অভাগা পানে,
কেঁদেছে সরল মনে সরলা আমার,
আজ উপহাস করে ! একি ভাব তার !

৮

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
কতবার প্রতি পত্রে,
লিখিয়াছে কত ছত্রে,
'ভাল বাসি, ভক্তি করি, এ প্রাণ তোমার
এখন ভুলেছে সবি,—করি হাহাকার !

৯

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
তখন হাসিয়া এসে
বক্ষে নিত ভাল বেসে,
চুম্বনে চুম্বনে চিত্ত হ'ত উচ্ছ্বাসিত,
এখন সে চিত্ত খানি চিন্তা কলঙ্কিত !

১০

সেই একদিন আর এই এক দিন!
তখন যতন করে,
তুষিত যে সমাদরে,
কাতর দেখিলে হ'ত বদন মলিন,
এখন হেরিলে হাসে—মমতা বিহীন!

১১

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন আসিত ছুটে,
নয়ন পড়িত ফুটে—
নিরখিত দূরে মোরে আসিতে যখন,
এখন-সম্মুখে হেরি ফিরায় বদন!

১২

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন—দিনেক যদি—
না দেখিত,—কষ্টে অতি
আকুল হইয়া কাল কাটাইত হায়!
এখন জনম শোধ দিয়েছে বিদায়!!

১৩

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন—শুনিলে রব,
ভুলে যেত অন্য সব,
করিত নিকটে আসি প্রিয় সম্ভাষণ,
এখন—শুনিলে রব—করে পলায়ন!

১৪

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন দুজনে মিলে,
বেড়াতাম হেসে খেলে,
আহার, বিহার, পাঠ একত্রে হইত,
এখন ভুজঙ্গ ভাবি হয় বিহ্বলিত।

১৫

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন 'আপন' বলে,
ত্যজিত না কভু ভুলে,
ছিল স্নেহ টান—সদা যাচিত কুশল,
এখন অপর ভেবে, ভুলেছে সকল!

১৬

সেই এক দিন আর এই এক দিন,
তখন ভাবিয়া কত,
নিশি দিন হ'ত গত,
কিসে সুখী হব তাই—ছিল প্রাণাধার,
এখন ঘৃণায় মোরে করে পরিহার!

১৭

সেই এক দিন আর এই একদিন,
তখন উৎসুক হ'য়ে,
আমার আদেশ লয়ে,
সাগ্রহে পালিত কত করিয়া যতন,
এখন বারেক ভুলে করে না স্মরণ!

১৮

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
তখন কাঁদিত কত,
কত মতে বুঝাইত,
কতই প্রবোধ দিত, বিপদে পড়িলে,
এখন বিপদে, ভাসে আনন্দ সলিলে !

১৯

সেই এক দিন আরএই এক দিন !
অক্ষয় অক্ষরে যারে,
তখন হৃদয়াধারে,
আঁকিয়াছিলাম, ভ্রমে ভাবি এক্অন্তর,
এখন সে মূর্ত্তি তরে উদাস অন্তর !

২০

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
তখন যাহার সনে,
সুখ দুঃখ আলাপনে,
উন্মত্ত প্রণয়ে মাতি ভুলিতাম সব,
এখন তাহার(ি) তরে হাহাকার রব !

২১

সেই এক দিন আর এই এক দিন !
তখন কেমন যেন,
বিষাদ ছিলনা হেন,
স্বর্গ সম ভাবিতাম অসার সংসার,
এখন—বিষাদ মাখা মরু পারাবার !

২২

সেই এক দিন আর এই এক দিন
তখন হইত সাধ,
দেখিতাম পূর্ণ চাঁদ,
ইচ্ছা হ'ত বেড়াইতে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে,
এখন নিরখি শশী বুক ফাটে শোকে!

২৩

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন কাঁদিয়াছিল,
কেঁদে কেঁদে বলে ছিল,
'তৃণ জ্ঞান করি প্রাণ তোমার কারণ'
এখন কোথায় আমি? কোথাসে রতন?

২৪

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন পাগল হ'য়ে
খেলিতাম পুষ্প ল'য়ে!
ছুটীত সঙ্গীত শূন্যে, গাঁথিতাম মালা,
এখন নিরখি ফুল ধরে বিষ জ্বালা!

২৫

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন কত যে আশা
বাড়াইত কত তৃষা,
হ'ত নিত্য নানা সাধ, ছিল ভাল বাসা,
এখন–তিলার্দ্ধ নাহি জীবন পিপাসা!

২৬

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন সংসার যুড়ে,
শান্তি বেড়াইত উড়ে,
সমস্ত জগৎ ছিল পূর্ণ অনুরাগে,
এখন—যে দিকে চাই বহ্নি ছুটে আগে!

২৭

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন—যাহার গুণে,
সাধের যে নাম শুনে
নাচিত অন্তর, হৃদে লাগিত বাতাস,
এখন—সে নামে বহে উষ্ণ দীর্ঘ শ্বাস!

২৮

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন উদিলে রবি,
মনোহর রাঙ্গা ছবি,
বসিতাম ব্যগ্র চিত্তে ওই নদী তীরে,
এখন উষায় ভাসি নয়নের নীরে!

২৯

সেই এক দিন আর এই এক দিন!
তখন সকলি ছিল,
কালে সব ফুরাইল,
(ভেবে দেখ সবি আছে, কিন্তু ভাগ্যহীন,)
সেই এক দিন আর এই এক দিন!

বিদায়।

মানস-কুসুম—আজি ত্যেজিয়া তোমায়,
নিঠুর দুর্ভাগ্য সনে ভাসিব ধরায়,
অনন্ত বিচ্ছেদ-বহ্নি,
দূর দেশ দেশান্তরে—
দীর্ঘ নিশ্বাসের বক্ষে যাইবে বহিয়া,
পিপাসার বারি মম যাইব ফেলিয়া!

২

যে বিশ্বাসে মগ্ন ছিল গাঢ় তমসায়,
পৃথক করিব প্রাণ তা'হ'তে তোমায়,
যাহার ভিখারি হ'য়ে
গিয়াছে সর্ব্বস্ব তব,
যে রত্ন আশায় ডুবি' উঠিলে না আর,
অন্বেষণ করি এস কাঠিন্য তাহার!

৩

নহে ফিরাবার—নাহি পারিব ফিরাতে,
উৎসর্গ করেছি মন সে নাহি আমাতে,
বিচ্ছিন্ন হবেনা কভু
হৃদে গাঁথা সে নলিনী,
এই ভাল বাসা চির রাখিব তাহায়,
অসীম সমুদ্র মাঝে রাখি' দুজনায়!

৪

চল প্রাণ সঙ্গে তুমি হও না দুর্ব্বল,
কাঁদিওনা—নিভাবার নহে এ অনল,
জীবনের সে মমতা
ভুলে যাও——আজি সব,
নিত্যই প্রকৃতি সাজে নবীন শোভায়,
চির দিন কখনই সমান না যায়!

৫

হাসি—কান্না—রূপান্তর—বড়ই সুন্দর,
স্বভাবের এই দৃশ্য অতি মনোহর,
সদাই হাসিত যদি
কুসুম কানন শোভা,
কেহ না শিখিত তার করিতে আদর,
হাসির জীবন্ত ছবি চিনিত না নর!

৬

সততার যুদ্ধে, প্রাণ, হও অগ্রসর,
পবিত্র রাখিলে মন কেহ নহে পর,
কাঁদালে যে সুখী হয়
সে কেন হাসাবে বল?
কখন হাসিবে কভু কাঁদিবে পরাণ,
ফণী মণি এক সঙ্গে করে অবস্থান!

৭

যতদিন এ শোণিত বহিবে শিরায়,
অকরুণ কার্য্য তা'র দহিবে হেথায়,

এ সংসারে প্রেম এই,
ভালবাসা শোক ময়,
যতন করিবে যা'রে সে নহে তোমার!
বিশ্বাস-ঘাতক বিশ্ব—মোহের আধার!!

৮

কোমলে কাঠিন্য কেন—খুঁজিব অধুনা?
এইশেষ—শেষদিন— শেষ দেখা শুনা!
শেষ তৃষা ফুরাইল,
ক্ষম মম অপরাধ,
ডুবাও অভাগ্যে চির বিস্মৃতি সাগরে,
বিদায়—পুতুল তবে জনমের তরে!



আর কেন।

১

আর কেন—
আশার মুকুল শুষ্ক হইল কোরকে,
অতল-গরভে সবি পশিয়াছে শোকে,
ভীষণ আঘাতে বুক,
অনুক্ষণ পায় দুঃখ,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড শুধু শূন্য,—শূন্যাকার,
কিছু নাই— তবু চিতে চিন্তা কেন আর

২

আর কেন—
স্বপন সঞ্চারে নর, রত্ন, রাজ্য পায়,
নিদ্রাভঙ্গে আঁখি মেলি সকলি হারায়,
নাহি তাহে থাকে তাপ,
হয় না উদাস ভাব,
আশা ও ত স্বপ্ন বটে—একই প্রকার,
ফুরাইল আশা তবু জ্বালা কেন আর!

৩

আর কেন—
পূর্ব্বে ও যে বক্ষ ছিল এখনো ত তাই,
সবি তাই—শুধু সেই সে আশাটি নাই,
পা'বনা সে ধন আর—
পাগলিনী প্রাণাধার,
ভাল বাসিতাম যা'রে—হ'বেনা আমার,
হ'বেনা—হ'লনা—তবু ভাবি কেন আর!

৪

আর কেন—
নিশিদিন গত হয় এক ভাবনায়,
ভাল বাসি—ভাল বাসা জন্মিল কোথায়?
সেত না বাসিল ভাল,
নাহি তা'র এ জঞ্জাল,
এ ব্যথা—এ জ্বালা—নাহি অন্তরে তাহার,
থাকে যদি—থাক্ তবে—ভাবি কেন আর!

৫

আর কেন—
এ অনল—শিখা সদা দগ্ধ করে হৃদি,
ভুলিব না কেন তা'রে সে ভুলিল যদি,
কেন এ বিষাদ রাশি,
কেন তা'রে ভাল বাসি,
কেন আঁখি নীরে ভাসি যাতনা অপার,
আশাতীত আশে তবু আশা কেন আর!

৬

আর কেন—
সহেনা দুর্ব্বল মনে দারুণ বেদন,
ভুলে যাই—তবু মনে পড়ে সে আনন,
কি এত অমূল্য নিধি,
সৃজিলেন তা'রে বিধি,
কি এত জীবন মম ঘৃণিত—অসার,
কিছুই না বুঝি যদি—তবে কেন আর!

আর কেন—
বুক ফেটে যায় সদা স্মরিয়া সে নাম,
সর্ব্বস্ব দিয়াও নাহি পূর্ণ মনস্কাম,
এখনো সে ব্যথা তবু?
কাঁদিয়া চিন্তিয়া কভু,
বুঝেনা ক্ষণেক কেন হৃদয় আমার,
বাকি নাই কিছু—তবু দহি কেন আর

৮

আর কেন—
না জানি কতই জ্বালা সহিব জীবনে,
কাটাইব কত কাল নিঃস্বার্থ-রোদনে,
অন্তরে বেদন যত,
মুখে নাহি ফুটে তত,
পাষাণে গঠিত প্রাণ নিশ্চিত তাহার,
বুঝেনা বেদনা মম—তবু কেন আর !

৯

আর কেন—
ঘাত প্রতিঘাতে নিত্য ভগন অন্তর,
প্রেম মূরতির বৃথা কেন সমাদর ?
সেযে শুধু মরীচিকা,
নির্গন্ধ কাষ্ঠ মল্লিকা,
বিভীষিকা মাখা শুধু পরিনাম যা'র,
কলুষ অন্তরে তা'র পূজা কেন আর ?

১০

আর কেন—
স্মৃতি তুমি আজ পুনঃ জাগাও সে সব,
পুরাতনে কেন নিত্য কর অভিনব,
খুলে দাও দুঃখ দ্বার,
একি তব অবিচার !
কেন উন্মাদিনী চিন্তা জনম তোমার ?
দহিতেছি—দহিয়াছি আর কেন আর !

১১

আর কেন—
মায়াবী বিপুল বিশ্ব যাতনা কাণ্ডার,
বাসনার জন্ম ভূমি,—শুধু দৃশ্য সার,
কর চিত্ত বিনিময়
শেষ তা'র—অপব্যয়,
অনন্ত যাতনা মালা পা'বে উপহার,
মুগ্ধ মন! তাই বলি মিছা কেন আর!

হৃদয়োচ্ছাস

কেন পুনঃ চিত্র খানি নয়নে পড়িল রে,
কাঁদায়ে কি বিধি তোর সাধ না মিটিল রে,
দেখিলে অদূরে তা'য়,
পরাণ ভাসিয়া যায়,
গরল প্রবাহ যেন গোপনেতে বয় রে,
কোন স্থানে চিত্ত কেন স্থির নাহি রয় রে।
কেবল সে রূপ স্মরি
অন্তরে গুমুরে মরি,
বৃথা যদি—তবে কেন বুক ফেটে যায় রে?
কেন বা কাঁদিয়া প্রাণ আকুলিত হয় রে?

বিষাদ মুকুল।

শুধুই আমার যদি
অন্তরের ক্ষিপ্র গতি,
জেনেও তথাপি কেন প্রবোধ না মানে রে,
পোড়ামন তবু কেন তারই তরে টানে রে!
যে কভু আসিলে কাছে
পলায়ন-পন্থা খোঁজে,
চঞ্চল হইয়া যদি "যাই যাই" করে রে,
কেন তারে ছেড়ে দিতে মন নাহি সরে রে
আমারি বা মন কেন,
তারি পানে ধায় হেন,
সব কাজ ভুলে যাই কেন তারি আশে রে,
সে যদি না টানে, যদি সে না ভাল বাসে রে
অন্তর-জ্বালায় জ্বলি
সদা ছট ফট করি,
সে যদি বারেক ভুলে না দেখে বুঝিয়া রে,
কোথায় যাইব তবে কি ফল বাঁচিয়া রে!
ভাল বাসি—স্নেহ করি,
সেও দেখে ঘৃণা করি,
অন্তরে বিরক্তি যদি জাগে তা'র আছে রে
প্রাণের কপাট তবে খুলি কা'র কাছে রে!
পূর্ব্বে জানিতাম যদি
সে যে অসরলা অতি,
ভিতরে তাহার কিছু সারবত্তা নাই রে,
তা' জেনে কি এত তাপ এত ব্যথা পাই রে

চিরদিন সমভাবে
শুধু ভেবে-দেহ যা'বে,
নিরাশা যে পরিণাম—যদি জানিতাম রে,
প্রণয়, অন্তরে নাহি ফুটিতে দিতাম রে!
না সহিতে এত জ্বালা
সাঙ্গ হোতো ভবলীলা,
ভাঙ্গিত অনেক আগে এ মহা স্বপনরে,
বঞ্চিত আশার ধনে বিষম বেদন রে!
কতদিন মন দুঃখে,
নেত্র জলে শুষ্ক মুখে,
অসহ্য মনের বেগে দেখিতে বলিয়ারে,
তোমার নিকটে প্রাণ গিয়াছে ছুটিয়া রে!
পথে স্থির নেত্রে আমি,
দাঁড়ায়ে গবাক্ষে তুমি,
চলে গেছ—যাতনায় কাঁদিয়া ফেলেছি রে,
না পারিয়া—শূন্য মনে—কাতরে ডেকেছি রে!
কখন বা ইচ্ছা করে,
একবার প্রাণ তোরে—
জন্ম মত ডেকে দুটা দুঃখকথা কই রে,
হৃদয়ের আশাকুণ্ড খুলিয়া দেখাই রে!
কাঁদিয়া না মিটে সাধ,
যত ভাবি—পরমাদ,
উজাড় করিয়া প্রাণ সমস্ত দিয়াছি রে,
উন্মাদের মত তাই কি যেন হয়েছি রে!

থাকে ঘৃণা থাকু তা'য়,
ভেসেছিল নিরাশায়,
এত কাল কাঁদিয়াছি এখনো কাঁদিব রে,
সেই ভাবে—সেই টানে—সে চোখে দেখিব রে

বাড়িবে যাতনা যত,
গোপনে রাখিব তত,
অন্তিম বিদায় দিনে বারেক আসিও রে,
কি ছিল আমার মনে তখন দেখিও রে!



উপহার।

পূজা—

যে দুঃখে তোমার মন,
নিরন্তর উচাটন,
আমারো নয়নে জল সেই বেদনায়,
সম দুঃখে দুঃখী মোরা উভয়ে ধরায়।

দুজনায় গলা ধরে,
এস কাঁদি প্রাণ ভো'রে,
মুছাও—মুছাই—আঁখি দোঁহে দোঁহাকার,
কি যে ব্যথা আমাদের কি জানে সংসার।

চল গুয়ো ছেড়ে দেশ,
চল যাই দূর দেশ,
আত্মপর সবি এক, হেন কোন স্থানে,
কুটীরে থাকিব তথা শ্রম জীবি সনে।

৪

কলহের প্রাদুর্ভাব,
নাহি যথা শোক তাপ,
নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ নাহি প্রতারণা,
সত্য পথে থাকি যথা পূরয়ে কামনা।

৫

নাহি ঐশ্বর্য্যের ভান,
আড়ম্বর শূন্য স্থান,
শাদা হাসি—শাদা ভাব—শাদা নর-মন,
চল যাই, চল, যেথা শাদা আচরণ।

৬

যথায় প্রকৃতি হাসে
সাজি মনোহর বেশে,
বৃক্ষ লতা পুষ্প শস্য পশু, পক্ষী, কিবা
কীট পতঙ্গও হাসে — হাসে রাত্রি দিবা।

৭

হাসে বন উপবন,
হাসে নদী, জন স্থান,
সরোবর — সমীরণ হাসে সদা সুখে
বিস্তীর্ণ প্রান্তর হাসে শষ্পধরে বুকে।

৮

চল গুণ'রা সেই স্থান,
সেই স্বর্গ, সুখ ধাম,
কাঁদিব হাসিব দোঁহে খুলিয়া পরাণ,
ভ্রমিব তথায় সুখে নিত্য নানা স্থান !

৯

বসিব তরুর মূলে,
ডাকে তারা বাহুতুলে,
অতিথী আহ্বানে তারা নহে পরাঙ্মুখ,
বারাণ্ডায় কাষ্ঠাসন বাড়ায়—অসুখ !——

১০

কভু নদী-তীরে বসি,
নিরখিব পূর্ণ শশী,
লহরীর সনে যাবে তিন মূর্ত্তি ভাসি
কৌমুদী হাসিবে দেখো আনন্দ বিকাশি।

১১

কভুবা জুড়াব প্রাণ
শুনিয়া বিহগী গান.
স্বাধীন সুস্বরে যবে ভাসাবে গগণ,
ঢালিবে সঙ্গীত সুধা শুনিও তখন।

১২

কোথায় ক্লারেট তার,
নহে তুল্য তুলনার
হার্ম্মোনিয়া তার কাছে সদা লজ্জা পায়,
চল দেব! সেই স্থান অতুল্য ধরায়।

নাহি হেথা সুখ লেশ,
এ ব্যথার নাহি শেষ,
কেঁদেও এখানে কভু নাহি মিটে আশ,
চল গুরো!—চল দেব! খুঁজিগে সে বাস

এ জীবনে আমাদের হবেনা মিলন

১

হৃদয় আমার——
খুলে ফেল একে একে অনন্ত দুরাশা,
ছিন্ন কর জীবনের বাসনা আমূল,
বেষ্টিয়াছে জন্মতরে যাতনা-কুয়াশা,
শুকাতেছে দিন দিন আনন্দ মুকুল।

২

প্রতিফলি পূর্ণচন্দ্র নয়ন দর্পণে
স্নিগ্ধ হয় হিয়া কভু, কভু হয় ক্ষার,
মোহিত মানস এই চম্পক বরণে,
আঘ্রাণে সে তীব্রগন্ধ বিষম আবার!

৩

গম্ভীর জলধি বপু প্রশান্ত যেমন,
উত্তাল তরঙ্গ পুনঃ অতি ভয়ানক!
প্রলয় নিদান এই মৃদুল পবন!
উভয়ই বিধাতা সৃষ্টি স্বরগ নরক!

৪

শীতল সলিল জীব-জীবন-কারণ,
সেই নীর(ও)অবিশ্বাসী নিধন আলয়,
সংসারে অতৃপ্ত খলু, আশা আকিঞ্চন,
আশায় বিহ্বল বৃথা—আমার হৃদয়।

৫

অভ্যুদিত শোকাবেগে, উন্মত্ত পরাণ!
মুক্ত করি হিয়ার্গল, ভাব একবার
মুহূর্ত্ত প্রকৃত চিন্তা, সেই অকরুণ
করে কি ভুলেও কভু—রত্ন সাধনার!

৬

নহ ভাগ্যবান তত যে আশে লোলুপ,
এ শরীরে এজীবনে হও পরাঙ্মুখ,
শির-ছায়া-স্পর্শ-মুগ্ধ শিশু অনুরূপ;
অলীক আকাঙ্খা তব শুধু দেয় দুঃখ।

৭

অনায়ত্ত অভিলাষে কেন সাধ এত?
ছদ্মবেশী, মোহকর, নিরাশা আধার,
অসরল ভূমণ্ডল উদার নহেত,
বিদ্যুত ঝলসি ক্ষণে করে অন্ধকার!

৮

অম্বুনিধি অকপটে পাতিয়া হৃদয়
হাসিয়া অভিন্নভাবে ধরে নির্ঝরিণী,

উগারে অস্থির খল ক্ষণে ফেনচয়,
মথিয়া বারিধি আশা সুখী প্রবাহিণী !

৯

স্থির সরে স্বচ্ছনীরে ভাসে শশধর
খণ্ড খণ্ড করে বৃথা তাহারে পবন,
প্রত্যূষে কি শোভা ধরে নব বিভাকর
মধ্যাহ্ন বিনাশে তার দৃশ্য মনোরম !

১০

জাগতিক পরিবর্ত্ত ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থানে,
আশা তৃষা ভালবাসা স্বপ্ন আবিষ্কার,
কোথায় সঞ্চার,—যায় কোথা পরিণামে,
বুঝিতে অক্ষম তুমি—হৃদয় আমার !

১১

যুগল পরাণে কভু হয় কি মিলন ?
মিশাতে ইচ্ছুক তুমি, সে কেন মিশাবে
দাও প্রাণ সযতনে করিবে গ্রহণ,
প্রতিদান কেন দিবে ? কাঁদিবে সন্তাপে !

১২

মধুকর ভালবাসে প্রসূন পঙ্কজ
উল্লাসে হৃদয়ে তাই করে সহবাস,
অনাদর করে কিন্তু তাহারে সরোজ
ভ্রান্ত ভ্রমরেরে কিছু করেনা প্রকাশ।

১৩

ভস্ম হও—হবে ঘৃণা অশনি আঘাতে,
নাহি তাহে কণামাত্র অপরাধ তার !
বিস্মৃতি সাগরে নিজে ডুবিবে তাহাতে,
চিহ্ন মাত্র না রহিবে সে দোষ তোমার।

১৪

অনন্য হৃদয় ! নহে সামান্য বচন,
প্রীতি পূর্ণ বাণী কিংবা প্রীতি উপহার,
অথবা রোদনে ক্ষয় করহ জীবন,
সকলি আয়ত্তে তব—হৃদয় তাহার !

১৫

কল্পনায় বশ্য কভু নহে পরচিত,
নিরখিয়া স্মৃতিনেত্রে কেন বাতুলতা,
পথিক আলেয়ালোকে যথা প্রতারিত,
হৃদয় আমার !—তব অমূল ধৃষ্টতা।

১৬

হতাশ মলিন ক্ষুব্ধ, শরীর পিঞ্জরে
সঁপিয়া উজ্জ্বল মণি বিষণ্ণ, চঞ্চল,
ভাবনা লহরী সদা বহে অকাতরে,
জগতে তোমার তুল্য উন্মাদ কে বল ?

১৭

এ নহে প্রণয় রীতি—নহে ভালবাসা,
শুধু তার প্রাণে কর' বিরক্তি-দংশন,
অসহ্য হউক তব অতৃপ্ত পিপাসা,
সে কি পিপাসিত কভু তোমার কারণ ?

১৮

সুখী যদি হও তা'রে করিয়া দলন,
সে প্রণয় কখনই অকৃত্রিম নয়,
সহ্য কর সযতনে তাহার(ই) বেদন
বিসর্জ্জিয়া মাদকতা আমার হৃদয় !

১৯

নীরবে এ ভালবাসা প্রত্যেক শিরায়
হ'ক সঞ্চারিত রহি অন্তরে গোপনে,
শান্ত হও—স্থির হও—লইয়া বিদায়
নিশিদিন কেন চিন্তা—জাগ্রতে—স্বপনে।

২০

স্বার্থপর—চাহ তুমি পরের অন্তর ?
মরুভূমে—কেন তব সলিল সেচন ?
ক্ষান্ত হও—ওই শুন—শুন—ভ্রমপর
"এ জীবনে আমাদের হ'বেনা মিলন" !!

মনে রেখো ভাই।

১

মনে রেখো ভাই—
সংসার—সাগরে হায়,
কত জীব ভেসে যায়,
নিত্য নিত্য—কেবা জানে গণনাত নাই,
ভাসি যদি—অনিশ্চয়—মনে রেখো ভাই।

২

মনে রেখো ভাই—
আর যে সয়েনা দুখ,
কাঁদে প্রাণ—ফাটে বুক,
বিদায়—বিদায়—তবে যাই আমি যাই,
যাইতবে—পত্র লিখো—মনে রেখো ভাই।

৩

মনে রেখো ভাই—
সখা ব'লে মনে রেখো,
অভাগ্যে ভুলোনা দেখো,
তুমি বিনা এ জগতে আত্ম মম নাই,
দু'য়ে এক—একে দুই—মনে রেখো ভাই।

৪

মনে রেখো ভাই—
জানেন অন্তরযামী
তোমা ছাড়া নাহি আমি,
নিকটে দেখিলে সদা স্বর্গ সুখ পাই,
অদর্শনে অসহায়—মনে রেখো ভাই।

৫

অতীত সে ভ্রম—
"প্রাণ পোড়ে" শুনিতাম,
অর্থ নাহি বুঝিতাম,
উপহাস করিতাম, কত হাসিতাম,
সে ভ্রম অতীত আজি বড় পুড়িলাম।

৬

দু'জনে ছিলাম,—
এক আত্মা, এক মন,
প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ,
এক ভাব, এক চিন্তা, একই অধ্যয়ন
বেদনায় সমব্যথী ছিলাম দু'জন।

৭

বুঝিবে না পরে—
অপার জলধি সম,
অন্তর যাতনা মম,
সোদর অধিক তুমি প্রিয় দরশন,
প্রথম মিলনাবধি ভেবেছি আপন।

৮

সংসার মেলায়—
উদ্দেশ্যের আশা ভূমি,
আশ্রয়ের স্থল তুমি,
বড় ভালবাসি সখে! তোমায় অন্তরে,
সুখী হই কত—তাই সম্বোধন ক'রে।

৯

প্রাণের ভিতর—
কি যেন হ'তেছে আজি,
কেমনে যাইব ত্যজি,
এস সখে!—প্রাণভোরে করি আলিঙ্গন
সুস্থ হ'ক ক্ষণতরে অতৃপ্ত জীবন

১০

ভূত ভাব যত—
যেন মর্ম্ম সূত্রে বাজি,'
হৃদয় দর্পণে আজি—
প্রতিবিম্ব দেখাইয়া কাতর করেছে,
রুদ্ধ স্মৃতি-দ্বার মম উন্মুক্ত হয়েছে!

১১

মনে পড়িতেছে—
হাসি ভরা চন্দ্রানন,
কিবা নাসা, কি নয়ন,
শ্রুতি-সুখকর কিবা প্রিয় সম্ভাষণ;
অকপট, নিরমল, চিত্তের মিলন

১২

পাঠ গৃহে বসি—
নূতন পুস্তক কত,
নীতি শিক্ষা শত শত,
বক্তৃতা, সংবাদ পত্র কত পড়িতাম,
মত ভেদ হ'লে কত তর্ক করিতাম।

১৩

মনে পড়িতেছে—
সেই রমণীয় ধাম,
ভ্রমণ স্থানের নাম,
সেই—কষ্টে কত দিন বক্ষে চাপিতাম—
তোমার কোমল কর, সুস্থ হইতাম।

১৪

সেই একদিন—
সেই কি বলিয়াছিলে,
(আর কি সে দিন মিলে)
বিষণ্ণ হেরিয়া মোরে কতই তুষিলে,
সাংসারিক আলোচনা কতই করিলে।

১৫

আর একদিন—
কোমল অন্তর তব
দুঃখে হ'য়েছিল দ্রব,
অভিসন্ধি ফাঁদে যবে ঘেরিল আমারে,
ভেসেছিল ওই গণ্ড নয়নের ধারে।

১৬

করে কর স্থাপি—
বলিলে—"ভেবোনা ভাই,
সহ্য তুল্য গুণ নাই,
নশ্বর জগতে সবি মরীচিকা ময়
তুমি—আমি—হাসি—কান্না—কিছু স্থির নয়"!

১৭

পুনঃ ব'লেছিলে—
"ভুলোনা আমার কথা
পাও যদি মনো ব্যথা
অসহিষ্ণু হইওনা—কষ্ট দূর হ'বে"
আছে কি স্মরণ, সখে ভুলেছ কি সবে।

১৮

আর কাজ নাই—
কত মনে পড়িতেছে,
সে দিন ফুরায়ে গেছে,
আর বলিবনা—থাক্—বলিতে চাহিনা,
পূর্ব্বকথা যতকিছু আর পাড়িব না।

১৯

একাসনে বসি—
কত যে দুঃখের কথা,
অন্তরের কত ব্যথা,
হৃদয় কপাট খুলে সন্তপ্ত জীবন—
বলিয়াছে, ভুলে যাও সে সব এখন!

২০

সব ভুলে যাও—
কত কথা কহিয়াছি,
কত অপরাধী আছি,
অপ্রিয় বলেছি কত, বিরক্ত করেছি,
সব ভুলে যাও সখে! ক্ষমা চাহিতেছি।

২১

শুধু মনে রেখো—
আর কিছু নাহি চাই,
শুধু মনে রেখো ভাই,
ফিরি যদি—দেখা হ'বে—সুখে থাক তুমি,
নচেৎ হইল এই সাক্ষাৎ দশমী!

২২

আমি ভুলিব না—
যতদিন প্রাণ র'বে,
স্নেহ টান নাহি যাবে,
সযতনে স্বইচ্ছায় হৃদয় ফলকে
আঁকিয়াছি ওই চিত্র—থাকিবরে সুখে।

২৩

হৃদয়ে জাগিবে—
মন ভোলা মূর্ত্তি তব,
সেই উপদেশ সব,
ভুলিবনা—সাধ্য নাই—তবে আমি যাই,
যাইতবে—অভাগারে মনে রেখো ভাই!

২৪

ভিক্ষা আছে দু'টি—
দরিদ্রের পানে হায়,
কেহ নাহি ফিরে চায়,
অশ্রু নাহি ঝরে কারো দুঃখীর কান্নায়,
দুঃখী-দুঃখে এ সংসার বদন ফিরায়।

২৫

ভ্রমে ও কোরো না—
পর-হিংসা, পর-দ্বেষ,
নাহি তাহে সুখ-লেশ,
পর-কুৎসা, পর-নিন্দা, পর-প্রবঞ্চন,
এই গুলি সংসারের অঙ্গের ভুষণ,

২৬

পর উৎপীড়ন,—
পর মনে কষ্ট দেওয়া,
পর সুখে দুঃখী হওয়া,
পর কে কাঁদান, ক্রুর জগতের রীতি,
সর্পাধিক খল প্রায় সংসার-অতিথী।

২৭

বিশেষ হেথায়—
অনেকেই বর্ণচোরা,
মিস্ট কথা মুখ ভরা
সাক্ষাতে দাঁতের হাসি আত্মতা জানায়,
তোষামদে পরস্পরে কলহ ঘটায়!

২৮

চিত্ত-শুদ্ধি রেখো—
ঈশ্বরে রাখিও মতি,
সমভাবে সর্ব্ব প্রতি
দৃষ্টি যেন থাকে সখে! সমান সবাই,
খলতার বশবর্ত্তী হইও না ভাই।

২৯

হিতাহিত জ্ঞান—
সৃষ্টিকর্ত্তা কৃপা করে,
শুদ্ধ দিয়াছেন নরে,
অহিত আচারে ব্যথা দিওনা কাহারে,
এই এক ভিক্ষা মম স্মরিও অন্তরে।

৩০

দর্শন অন্ত্যেষ্ঠি—
এই তবে—আসি আজি
দেখাহ'বে—যদি বাঁচি
বিদায়—বিদায়—সখে শেষ ভিক্ষা এই,
অভাগা ভুলোনা যেন—মনে রেখো ভাই! *



ফুরাইল।

৫২

১

গঙ্গা সেই তিথি—সেই সুখদা যামিনী,
সমস্ত মেদিনী সেই মাজা জোছনায়,
সে তড়াগ এই—ওই সেই প্রবাহিনী,
লহরীর মালা বক্ষে—সেই মন্দ বায়।

২

এই সেই স্থান—এই সে বালুকা রাশি,
শুয়েছিল শয্যাপাতি' এই বালু 'পরে,
পান্থবাসিনীর মত, একদিন আসি,
প্রাণের প্রতিমা মম, ক্লান্ত কলেবরে।

* লেখকের এই কবিতাটি বহুদিবস হইতে আমার কাছে আছে। মনোনীত হওয়াতে পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম। প্রকাশক।

৩

ক্ষীণঅঙ্গ, কৃশকর, দীন দরশন,—
দেখিলাম কতবার চাঁদনীতে তা'র,
হৃদয়ের দ্বার মম করি উন্মোচন
পরিলাম এই ক্ষেত্রে—বিষাদের হার।

৪

উজাড়িয়া বক্ষস্থল সেই এই স্থানে,
বিসর্জ্জন করিয়াছি সে অপরাজিতা,
জ্বালিয়াছি শোকচিতা হৃদয় শ্মশানে,
শেষ আশা এই স্থানে হ'ল উন্মূলিতা।

৫

বিদায়ের শেষ অশ্রু পতিত এখানে,
এই স্থানে বোলেছিল—"চলিলাম তবে
ফাটিল হৃদয় হেথা চাহি তা'র পানে,
এই সেই পুণ্য তট—পূর্ণ ঝিঁঝিঁরবে

৬

এই তটে হোয়েছিল বাসনা নির্ব্বাণ,
গাহিলাম ভগ্নহৃদে জীবন সঙ্গীত,
প্রাণময়ী—স্বপ্নময়ী—পূজা অবসান
করিলাম জন্মশোধ প্রাণের সহিত।

৭

এই খানে পাষাণীরে সজল নয়নে
ত্যজিলাম—আজ নহে বহুদিন গত,
গঠিলাম—ভাঙ্গিলাম—কত আশা মনে,
যে দিন ফিরিনু চিত্ত করিয়া সংযত।

৮

ওই বিরাজিছে সেই বিটপী স্তবক,
পাদ দেশে গুল্ম—শাখে দোলে বনলতা।
শশাঙ্ক কিরণে যেন তুলিয়া মস্তক
দেখিতেছে—জগতের শঠতা, সততা।

৯

ওই শোনাযায় সেই যাত্রী কলরব,
সঙ্গীত, বংশীর ধ্বনি, আহ্বান, চীৎকারে
জীবন্ত সে দৃশ্য যেন হয় অনুভব,
যেই দিন ডুবিলাম ভবিষ্য আঁধারে।

১০

গঙ্গা বক্ষে ঐ নাচে সে বাষ্পীয় পোত,
সম্ভাষ-সঙ্কেত-সুর করি মাঝে মাঝে,
সৈকতে হোতেছে সেই স্রোত-প্রান্ত রোধ,
অপেক্ষা করিছে সবে বিদায়ের সাজে।

১১

ঐ বিদায়ের সাজে সেজে সেইদিন,
প্রাণের কুমুদ মম অপ্সরা গঞ্জিনী,
ঐ পোত-অঙ্কে, মোরে কোরে উদাসীন,
চিতানল হৃদে জ্বেলে ভেসেছে পাষাণী।

১২

ওই তরী—ওই গেল—ওই ছেড়ে দিলে—
ওইভাবে ছেড়েছিল—সেদিন ও অমনি,
ডাকিলাম দগ্ধপ্রাণে—কুমুদ চলিলে ?
শূন্য ভেদি'—"ফুরাইল" হোলো প্রতিধ্বনি।

ডুবিয়াছি প্রাণ আমি আশা-সিন্ধুনীরে।

১

ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন এত দিন পরে
অসময়ে,
উঠিয়াছে হলাহল আশা-অম্বু মথি,
বল্ প্রাণ কোথা তোরে,
বেঁধে পুনঃ শান্তি ডোরে
রাখিয়া আসিব বল্ চল্ রে তথায়,
ফুরায়েছে সাধ—প্রাণ চাহিনা তোমায়।

২

ইহ জনমের সুখ অবসান তারে,
শুকতারা,
ভুলায়ে লইল সব করিয়া ছলনা,
অদৃষ্ট-আকাশে উঠি,
রহিল ক্ষণেক ফুটি,
বিশ্ব বিমোহিনী ছবি গিয়াছে লুকায়ে,
নির্ম্মূল করিয়া সাধ—গিয়াছে ভুলা'য়ে।

৩

পাষাণে বেঁধেছি বুক করিয়া শপথ,
যাও প্রাণ—
যাও তুমি—তা'র কাছে যা'রে ভালবাস,
স্নেহ, মায়া, অনুরাগ,
ভালবাসা কাল নাগ,—
করিয়াছে কলুষিত অন্তর আমার
বুঝি নাই এতদিন অভিসন্ধি তা'র।

৪

কোমল-কিশোরে চিত্ত করি' বিনিময়,
অবশেষে,
জালমুক্ত মীন প্রায় করেছে আমায়,
কোথা তোরে রাখি প্রাণ,
খুঁজিয়া না পাই স্থান,
কই আর ধরাতলে সেই সাম্য ভাব,
এজীবনে—এজনমে—যা'বেনা এ তাপ।

৫

"কালস্য কুটিলা গতি," সকলি সম্ভব—
অসম্ভব,
বুঝিবার ভ্রম শুধু সকলিত ঠিক
হেমন্তে নলিনী ফোটে!
সাধুর(ও)দুর্নাম রটে!
শুধুই বুঝেনা মন সহস্র বুঝাও!
তাই বলি—প্রাণ তুমি যথা ইচ্ছা যাও।

৬

অন্ধ মানবের মন, লোভের কিঙ্কর,
নিরন্তর,
আশায় উন্মত্ত আগে—নিরাশা চরমে
সূচীর আকার ধরি
শঠে লয় স্থান করি,
সার্ব্বভৌম রূপে শেষে করে অধিকার,
বুঝিয়াছি প্রাণ—আমি শিখেছি এবার।

৭

অঙ্কিত হইলে হৃদি প্রণয় লিখনে
একবার,
নহে অপনেয়—যদি হয় অকৃত্রিম
"যে যাহারে ভালবাসে"
সে কাঁদে তাহারি আশে,
কতক্ষণ সিক্ত তৃণ থাকে বা শিশিরে ?
সূর্য্যমুখী সূর্য্যপানে দৃষ্টি রাখি ফিরে !

৮

যে কাল ভুজঙ্গে এত করিয়াছি ভয়
অহরহ,
বিকচ নলিনী আজি সে কাল বেষ্টনে—
ভুঞ্জে কত নবসুখ,
হেরি নিত্য নবমুখ,
ত্যজিয়াছে সুখ স্বপ্ন পরাণ আমারে,
ছুটেছে আশার নেশা—ডুবি পারাবারে।

৯

করেছি প্রতিষ্ঠা যা'রে চিরিয়া হৃদয়
সুখ আশে,—
অগম্য মরম ভেদি' যে চিত্র বিরাজে,
যাহার উপমা দিতে,
নাহি হেন পৃথিবীতে,
সেই কাল আজি করে শত্রুতা সাধন
উঠে যাও—প্রাণ ত্যজি অনল আসন !

১০

জান তুমি প্রাণ সব—কি আছে তোমার—
অবিদিত ?
জান—কেন সে কালেরে না পারি ভুলিতে,
জান—তা'র উদারতা,
অলৌকিক সরলতা,
মোহ-সঞ্চারিণী লিপি শেল সম তা'র,
বিষাদে বিশুষ্ক সবি—ভুলিব কি আর।

১১

প্রজ্জ্বলিত বিচ্ছেদের অনন্ত এ শিখা
ভয়ঙ্করী,
নিভিবে যখন—যা'ব সকলি ভুলিয়া
পাষাণ হৃদয় স্তরে—
যে মূর্ত্তি বিরাজ করে,
এত সাধি তবু যা'র কাছে অপরাধী,
চাহিনা আবার তারে হ'য়ে প্রতিবাদী।

১২

থাক্ সে করিয়া মান—দগ্ধ হও হিয়া
তুষানলে,
লুকান এ ভালবাসা রাখিব তুলিয়া,
রাখিব এ দগ্ধ হিয়া,
সে পুতুলে নিরখিয়া,
অনন্ত নৈরাশ্য থাক হৃদয়-মন্দিরে
ডুবিয়াছি প্রাণ—আমি আশাসিন্ধু নীরে।

স্বপ্নোন্মাদ।

একি ভয়ানক! কি মহা স্বপন!
একি দেখিলাম বাঙ্গালী জীবনে
শিহরিল তনু—কাঁপিল হৃদয়,
এ স্বপন কেন বাঙ্গালী মনে?—
পবিত্র সলিলা জাহ্নবী বহিছে
তরঙ্গ পুলকে করিছে খেলা
চাঁদনী ত্রিযামা—পৌষের শেষ
হিমানীর যেন হয়েছে মেলা।
জীবাত্মার চির-শান্তির আলয়
মহাতীর্থ-ভূমি শশ্মান তীরে
বিকট হাসিনী প্রকৃতি সেখানে
প্রেত-আত্মাগণে শাসিছে ধীরে।
সীমান্ত প্রদেশে কথঞ্চিৎ দূরে
সংস্কৃ মন্দির দেব-পীঠ-স্থান
মহাযোগী এক নিবসি তথায়
সতত করেন ভৈরব গান।
নিস্পৃহ অন্তর—ললাটে শোভিত
রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্র লেখা,
বিলম্বিত জটা, স্থূল, খর্ব্বদেহ,
চিতাভস্ম গৌর অঙ্গেতে মাখা।

তিথি ত্রয়োদশী—ভাগীরথী তীরে
ত্রিযামা অবধি ধ্যানে নিমগন
শিশির সলিলে সিক্ত শশ্রু, জটা
একাবসি তথা তাপস ধন।
ত্রিয়ামার শেষে কমণ্ডলু করে
প্রবেশিয়া যোগী মহেশ-মন্দিরে
শিব-বক্ষ হতে লয়ে আত্মা এক
রাখিলেন গঙ্গা-পবিত্র-নীরে।
পুনঃ যোগাসনে বসিলেন যোগী
কর সম্মিলিত করি নাভিদেশে
উদাত্তাদি স্বরে ব্যোম—হর—হর
বলি আত্মাটিকে তুলিয়া শেষে—
কহিলেন—"বৎস যাও নরধামে
জনমিবে তুমি মার্হাট্টাকুলে
জাতীয়-জীবন করিও স্থাপন"
মহামন্ত্র এই——যেওনা ভুলে।
হিমাচল হ'তে কুমারীকাবধি
প্রতি জনপদে, পল্লীগৃহদ্বারে
বলিবে সবারে——"ম্লেচ্ছ চির-শত্রু"
উলঙ্গ কৃপাণ ধরিয়া করে।
দুরাত্মা যবন উৎপীড়নে আজ
সনাতন ধর্ম্ম যায় রসাতলে
যাও, বৎস যাও—মার্হাট্টা-কেশরী
নিম্লেচ্ছ ভারত করিও বলে।

যবন শোণিতে করিবে তর্পণ
যবনের বংশ করিবে লোপ,
“ যবন ” শবদ না থাকে ভারতে
ভারতবাসীর রেখনা ক্ষোভ।
কি পঞ্জাব বাসী——রণপটু শিখ,
কাশ্মীরী, দ্রাবিড়ী, রাজপুতনিয়া,
আসামী, নেপালী, বেহারি, বাঙ্গালী,
উন্মত্ত শোণিতে সবারি হিয়া——
নাচে যেন ঠিক একই উদ্দেশ্যে,
একই অভাবে, একই বেদনে,
এক মহামন্ত্রে, একই সাধনে,
এক(ই) বক্ষে মিশি সরল মনে।
কুচক্রীর চক্রে হয়ে প্রলোভিত
তথাপি অটল, অচঞ্চলভাবে
থাকে যেন সবে হিমাদ্রির মত
যবন পীড়ন অবশ্য যাবে।
একতার সূত্রে বাঁধিয়া ভারত
বুঝাবে সবারে—“সবে ভাই ভাই”
”শিবজী”—নামেতে হবে অভিহিত
গুপ্ত মহামন্ত্র—সাধন চাই।
ভাঙ্গিল স্বপন দেখি কিছু নাই
সেই শয্যা, সেই পর্ণনিকেতন,
সেই নিশি, সেই শায়িত শয়ানে,
সশঙ্কিত সেই বাঙ্গালি-মন।

হেমন্তে নলিনী র'বে না সুখী

হেরিব না আর নলিনী তোমার
সুহাসি-মার্জ্জিত রক্তিম আনন,
দেখিলে তোমায় বুক ফেটে যায়
চিত্ত দহে স্মরি সাধের সে ধন।

২

হিল্লোলের কোলে হেলিয়া দুলিয়া
খেলিওনা আর সরসী-বাসিনী,
শান্তির কারণ ভ্রমি হেন স্থানে,
মাখা(ই)ওনা আর গরলে হিয়া।

৩

হৃদি-হ্রদে মম প্রস্ফুট একটি
নলিনী হাসিত অমনি করিয়া—
অমনি টলিয়া—অমনি দুলিয়া—
অমনি ফুটিয়া—ভাসিয়া—মাতিয়া।

৪

গুটায়েছে দল ভেঙ্গেছে কপাল,
তাহারি মক্ষিকা গঞ্জে নিশিদিন,
সন্তপ্ত জীবনে উদ্দেশ্য হারা'য়ে
দুলিয়া—সহিয়া—হ'তেছি ক্ষীণ।

৫

অভাগার এই একটি মিনতি—
এক নিবেদন এক ভিক্ষা যাচি—
ক'রনা নলিনী উপহাস তুমি
যে কদিন জ্বালা সহিয়া বাঁচি

৬

হ'লি কি সুখিনী আমার নলিনী
ছলিয়া, অনল জ্বালাইলি বুকে,
এ কেমন বল প্রণয়-মিলন,
পাষাণ হৃদয়ে ডুবালি দুঃখে।

৭

কথায় কথায় আত্ম-বিসর্জ্জন,
প্রাণ-সংহারক গাঢ় আলিঙ্গন—
ক'রেছ নলিনী মর্ম্ম উদ্ঘাটন,
কপট রোদনে, ভুলায়ে মন।

৮

অভিন্ন-হৃদয় ভাবিয়া তোমায়,
ক্ষুদ্র প্রাণ টুকু তোমারি করে—
দিয়া উপহার ছিলাম নিশ্চিন্ত,
পয়-পূর্ত্তি-নাগ দংশিলি শিয়রে।

৯

মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিতে কতই,
আত্ম বিস্মরণ হইয়াছি তাই,
পরিণামে এই বিরস-জনক
আঘাতে তোমার কোথায় যাই ?

১০

এ জ্বালা না থাকে সে স্থান কোথায় ?
দগ্ধ-পরাণেরে কে দিবে আশ্রয় ?
যা'র কাছে ছিল দীর্ঘকাল ভুলে,
সে দিয়াছে ফাকী হ'য়ে নিরদয় !

১১

ভাবি নাই আমি ভুলে একদিন,
ভুলিব—ভুলিবে—কাঁদিব—কাঁদাবে,
বিষের আলয়ে অপুষ্ট-পরাণ,
সুখে তাই ছিল জ্বরিত ভাবে।

১২

শঠতায় প্রাণ করি কবলিত,
শেষে নৃশংসতা, রাক্ষস-আচার !
আজি দিগ-ভ্রান্ত, বিদীর্ণ-হৃদয়
দুরাচারে তা'র বাকি কি আর,

১৩

শোণিত-শোষিকা চিন্তা মায়াবিনী
বিক্ষত হৃদয়ে আরো করে ক্ষত,
তাচ্ছিল্য করোনা হাসিয়া নলিনী
কদিন জীবন—গরব অত।

১৪

শুদ্ধি-চেতা বল আছে কয়জন ?
মরত-প্রণয় কলঙ্কে ভূষিত !

সরল প্রণয় নিবসে ত্রিদিবে,
ভালবাস হেথা—কাঁদিবে চিত্ত !

১৫

দিশাহারা হয়ে বিহ্বল মানসে
হৃদয়-প্রসূন সে নলিনী ধনে—
ভুলিবার তরে হে সরশোভনে !
আসি, কাঁদাই(ও)না অতিথি জনে !

১৬

অরণ্যবিহারী অসভ্য জুমিয়া,
পতঙ্গ, খেচর, পশু বনচর,
সুখী তবু তা'রা, দিনেশ-সোহাগি !
আমি অনুপম অভাগা নর।

১৭

এখনও যে ওই পশিছে শ্রবণে
মর্ম্মভেদী সেই বচন তা'র—
"নাহি সে সম্বন্ধ—ব্রত উজ্জাপিত"
গুটিকত বাক্যে সবি অন্ধকার।

১৮

ভাবিতাম বুঝি জীবন-উদ্যানে—
এই পুষ্প মম রহিবে ফুটিয়া,
যতন করেছি কোরক যখন
কাঁদাইল আজি সময় পাইয়া।

১৯

এই ত প্রণয়,এই ভালবাসা—
প্রাণ সমর্পণ—অলক্ষে প্রমাদ,
কুহকের কিন্তু মুখের বচনে,
ফুরায় সকলি—হয় বজ্রাঘাত!

২০

গিয়াছে জ্বালিয়া এ জনম-শোধ
দুঃখানল এই হৃদয়ে মম,
যত তা'র রূপ পরশিয়া তায়
দ্বিগুণ জ্বালায়—নাহি উপশম।

২১

সেই হাসি তা'র বিদ্যুৎ লহরী
নয়নেতে যেন ঝলসে সতত,
সে ক'টি বচন বজ্রের পতনে
সব ভুলে পুনঃ হই মোহগত!

২২

কভু বা উদ্ভ্রান্ত—কভু জীবন্মৃত,
কি ভাবি, কি করি, হয়েছি কেমন,
সজ্ঞানে উন্মাদ এই একভাব,
কি বাদ সাধিলে সাধের ধন?

২৩

বিকচ নলিনি!—নিশা আগমনে
কি ব্যথা তোমার বুঝত সকলি,
কুমুদিনী হাসে তোমার পারশে
বুঝত কি বিষ উঠেরে জ্বলি!

২৪

সুখে-দুঃখে মাখা সমস্ত জগৎ,
বিষাদ-মন্দির এ জগতী-তল,
দিলে মর্ম্ম ব্যথা, পায় মর্ম্ম ব্যথা,
পীড়িত জনের বিধাতা বল।

২৫

অভাগার এই একটি মিনতি—
এক নিবেদন, এক ভিক্ষা যাচি—
কর'না নলিনী উপহাস তুমি
ভগ্ন দেহে আর যে কদিন বাঁচি।

২৬

চিরদিন কভু র'বেনা এ তাপ,
র'বেনা এ দেহ—চিন্তা জ্বালামুখী,
ভবিষ্যৎ ভাব তোমার(ও)আবার,
হেমন্তে নলিনী র'বে না সুখী!

দেখিয়াছি।

১

দেখিয়াছি—
বিপুল বিমান তলে
সুন্দর তারকা দলে,
চঞ্চল বিদ্যুৎ লতা বিশ্ব বিমোহন,
দেখিয়াছি নীলাম্বরে শর্ব্বরী-ভূষণ।

২

দেখিয়াছি—
দুর্লভ উজ্জ্বল মণি—
স্নিগ্ধকর প্রসবিনী,
অর্দ্ধ অস্তমান রক্ত তপন কাতর,
ঊষাদৃশ্যে প্রকৃতির উড়ন্ত ভ্রমর।

দেখিয়াছি—
আলেখ্যে মহেশ মূর্ত্তি—
উদাসীন হীন-স্ফূর্ত্তি—
শিখরে বসিয়া যবে যোগ-পরায়ণ—
একমনে গতপ্রাণা সতীর কারণ!

৪

দেখিয়াছি—
পূর্ণ উদ্যানের মাঝে,
ফুলটি ফুটিয়া আছে,
ক্ষীণ বৃন্তে যেন হাসে দুলিয়া দুলিয়া,
হেরিয়াছি ফোটা ফুল নয়ন ভরিয়া!

৫

দেখিয়াছি—
সুধাদানে অভিলাষী
পূর্ণকলা পৌর্ণমাসী,
সুধা বরষিতেছিল চকোর উপরে;
কাঁদিল বিহগ—মেঘ উড়িল অম্বরে!

৬

দেখিয়াছি—
সারানিশি পেয়ে ব্যথা,
প্রত্যূষে তুলিয়া মাথা,
হাসি হাসি কমলিনী চলিয়া বেড়ায়,
হেরিয়াছি জলে সেই নব লতিকায়!

৭

দেখিয়াছি—
শাবক সানন্দ মনে,
উন্মুক্তা হরিণী সনে,
চকিত, চঞ্চল-নেত্রে খেলিতে বিজনে,
কতই বিচিত্র আরো দেখেছি স্বপনে!

৮

দেখিয়াছি—
এলায়ে চিকুর-কেশ,
করি মনোহর বেশ,
সর-বক্ষে ভাসে রামা তরণী উপরে,
গোলাপী বরণে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু ঝরে!

৯

দেখিয়াছি—
সহিয়া বৈধব্য জ্বালা
বিষাদিনী বঙ্গ-বালা—
বসিয়া জননী-গ্রীবা বেষ্টি কৃশ-করে,
বক্ষে স্থাপি শির, কথা কহে ভাঙ্গা-স্বরে

৯

দেখিয়াছি—
আধ আধ মিষ্ট ভাষী
শিশু-আস্যে শিশু-হাসি,
শয়ানে ঘুমন্ত বেলা করিছে দেয়ালা,
সরলতা যেন তা'য় রহিয়াছে ঢালা!

১০

দেখিয়াছি—
ত্যজিয়া জনম-দেশ,
ধরিয়া বৈরাগ্য-বেশ,
ত্যজি পুত্র, প্রণয়িনী, জনক, জননী,
ত্যজিয়া ঐশ্বর্য্য, ধন, যুবা পথাশ্রমী!

১১

দেখিয়াছি—
জগতের ইতিহাস,
সৃষ্টিছাড়া উপন্যাস,
সুকবি কল্পনা মালা, মহাকাব্যাবলী,
জীবের ধরম হেথা—বিচিত্র সকলি!

১২

দেখিয়াছি—
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
প্রকৃতিরে নানা সাজে—
সাজাইয়া কত খেলা পুরিয়া বাসনা,
খেলেন বিধাতা, তাঁর অচিন্ত্য খেলনা!

১৩

দেখিয়াছি—
হাসিয়াছি—ভাবিয়াছি—
কাঁদিয়াছি—সহিয়াছি—
বিস্মৃতি সাগরে সবি হ'তেছে মগন,
হেরিয়াছি আরো কত হয়না স্মরণ !

১৪

দেখিয়াছি—
কিন্তু যে সে এক মণি,
প্রতিমা—প্রেমের খনি,
ভুলিনি—এখন যেন রয়েছে নয়নে,
হেরিয়াছি কবে—যেন আঁকা আছে মনে !

১৫

দেখিয়াছি—
আর সে পুতুলটিকে,
পা'বনা কি কোন দিকে,
সুপ্রসার এ মরতের বিশাল উরসে ?
হেরিয়াছি—আজি কেন লুকাইল সে !

১৬

দেখিয়াছি—
চুম্বিয়া বদন তা'র,
কহিয়াছি কত বার—
" পাগলিনি তব করে সঁপিয়াছি প্রাণ,
বিঁধিওনা বক্ষে মম অস্ত্র খরশাণ। "

১৮

দেখিয়াছি—
ধরিয়া তাহার কর,
বলিতাম নিরন্তর—
"ভুলিওনা—কাঁদাইওনা—হইওনা পর,
দুঃখে-সুখে তুমি মম আনন্দ-আকর।"

১৯

দেখিয়াছি—
নিরজনে মুখ তা'র
নয়নেতে অশ্রুধার,
বলিয়াছি "ভাল বাসি" প্রলাপ বচন,
প্রবল মনের বেগ দুর্দম কেমন!

২০

দেখিয়াছি—
এখনো বাসনা হয়,
খুঁজি তা'র কি হৃদয়,
কেনবা হরিল সব—কি ছিল মানসে,
কি কাজে বিব্রত?—কেন পাশরিল সে?

২১

দেখিয়াছি—
দেখিয়াছে সে আমারে,
ডুবায়েছে পারাবারে,
বলেছিল "আমি তব—তুমি ও আমার"
দেখিয়াছি—দেখিবনা—পাইবনা আর!

বিচ্ছেদ স্মৃতির পটে করিনু চিত্রিত।

চিন্তিত—পীড়িত প্রাণে বসি কক্ষ তলে,
পুড়িতেছিলাম একা অন্তর গরলে,
অতীত, ভবিষ্য ধ্যান,
তিরোহিত বাহ্যজ্ঞান,
তর্জ্জনী টিপিল করে কে যেন অমনি,
"নিদ্রিত কি"?—শুনিলাম পার্শ্বে প্রতিধ্বনি।

২

দেখিলাম ফিরাইয়া নয়ন পারশে
একখানি শুষ্কমুখ বিষন্ন বিরসে,
নাহি যেন অভিলাষ,
নাহি যেন বক্ষে শ্বাস,
কাষ্ঠ পুত্তলিকা যেন আলুলিতা কেশে,
দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে ম্লানমাখা বেশে।

৩

গিরি নিস্রাবের মত সহসা অমনি,
হৃদয় কন্দর হতে ছুটিল তখনি,
বিষাদ তরঙ্গচয়,
একে একে চিত্তময়,
একটী বচন নাহি হইল স্ফুরিত.
আমি বসে—সে দাঁড়ায়ে—উভয়ে স্তম্ভিত।

৪

নয়নে নয়ন রাখি রহি কতক্ষণ,
কি দিব উত্তর যেন নাহি অন্বেষণ,
ভাবিলাম সুখকরী,
সেই মোহ দগ্ধকরী,
রহিবে স্মরণ চির, সেই পরশন
ধীরে ধীরে বলিলাম——"তুমি কতক্ষণ ?"

৫

"আমি কতক্ষণ ! "—কষ্টে করিল উত্তর
শুকাইল আরো যেন শুষ্ক ওষ্ঠাধর
"নাহি প্রয়োজন তব,
বুঝি ফুরাইল সব,
বিদায় জন্মের মত দাও পাষাণীরে,"
পঙ্কজ-নয়ন দু'টি ভাসাইয়া নীরে।

৬

"চলিলাম জন্মশোধ ত্যজিয়া তোমায়,
আসিয়াছি তাই কাছে—লইতে বিদায়,
ভুলিওনা অভাগীরে,
আজ সব দাও ফিরে,
করিয়াছি কত দোষ—ক্ষম অপরাধ,"
শুনিলাম—হৃদে যেন হল বজ্রাঘাত।

৭

বুকের ভিতর প্রাণ হল উদ্বেলিত,
শিরায় অনল-স্রোত হল সঞ্চালিত,

উত্তপ্ত হইল মন,
কতবার চন্দ্রানন,
স্থিরনেত্রে হেরিলাম উন্মত্ত অন্তরে,
শুনিলাম—"ভাবিওনা অভাগিনী তরে !'

৮

"রসায়ন-চিত্র তব, স্নেহ-লিপি যত,
হৃদয়-ভূষণ মম দেখে অবিরত,
হবে প্রাণ অবসান;
সুখ-শেষ পরিমাণ—
আজি করিয়াছি স্থির জনমের মত,
অন্তরের আশা মম অন্তরে নিহত——

৯

কাঁদিলাম—কাঁদালাম —জনমের মত,
কেন ভালবেসেছিলে পাষাণীরে অত,
যে বিধাতা নিরদয়,
সৃজিলেন এ প্রণয়,
এ চির-বিচ্ছেদ আজি তাঁহারি ইচ্ছায়,
মুদিব নয়ন অন্তে এই যাতনায়।"

১০

সহিল না আর—প্রাণ হইল কেমন,
ইচ্ছা হ'ল—এই যদি শেষ আকিঞ্চন,
চুম্বিয়া বদন খানি,
ধরিয়া কোমল-পাণি,

হৃদয়ের ক্ষত-চিহ্ন দেখাই খুলিয়া,
বক্ষ-আবরণ খানি পার্শ্বে উলটিয়া।

১১

দেখিলাম কতবার অধীর-অন্তরে
অস্তগামী পূর্ণশশী বিদায়-অম্বরে,
যতবার হেরিলাম,
অভিনব, অভিরাম,
অপূর্ব্ব, অতুলনীয়া, সান্ধ্য-সরোজিনী,
অমরীর প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-বাসিনী।

১২

ডাকিলাম—প্রণয়ের প্রমত্ত আশায়,
ডাকিলাম—মনে মনে তীব্র যাতনায়,
ডাকিলাম—ভালবেসে,
নয়ন সলিলে ভেসে,
ডাকিলাম—প্রাণ ভোরে মুদিত নয়নে,
ডাকিলাম—শেষডাক, শেষসম্ভাষণে।

১৩

ডাকিলাম—তত্ত্ববিদ্ এস একবার,
সমস্ত সংসার যদি সূক্ষ্মাণু-আধার,
বুঝাও প্রেমের অণু,
কত সূক্ষ্ম তা'র তনু,
আর কি পদার্থ—সৃষ্টি হইয়াছে তা'য়,
দেখি কি যন্ত্রণা মাখা আছে তা'র গায়!

১৪

বোধহয় স্মৃতি বুঝি এ অণু-স্বজিত,
নাহি বুঝি অন্য কিছু ইহাতে গঠিত,
তাই নাহি রূপান্তর,
তাই নাহি স্থানান্তর,
নিদাঘের রবি মত ক্রমে হয় খর,
চেষ্টার অসাধ্য স্মৃতি—শোকের চামর

১৫

নিবিড় মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত,
প্রীতিময়ী-মূর্ত্তিখানি ঝলসিল যত,
প্রণয়ের পরিখায়,
প্রেমের পীযূষ হায়—
তুলিয়া তরঙ্গ মালা হ'ল উচ্ছাসিত
বিচ্ছেদ স্মৃতির পটে করিনু চিত্রিত।



প্রণয়-উচ্ছাস ঃ

নগন তখন, প্রিয়ার বদন,
দেখি যেন আমি নূতন নূতন,
ভাস ভাস মরি কি ভাসা নয়ন !
হেরিলে ভোলেরে পাগল-মন !

২

সুমৃদু মধুর লজ্জা-মাখা কথা—
হাসি যেন তা'র লাগিয়া গায়,
ইচ্ছা করে সদা ঢালিয়া পরাণ
কথা শুনি, ভুলি,——যাতনা-দায়!

৩

মধুর যৌবন, মধুরালাপন,
অমধু ও মধু,—মাধুর্য্য গুণে,
মর্ম্মজ্বরা-শোকে, তাপিত যে জন—
ভুলে যায় তাপ, বচন শুনে।

৪

সর্ব্বদাই যেন পুলকে পূরিত,
গরবে, দরপে, উঠিছে কাঁপি'
হর্ষ-রেখা যেন, উথলি উথলি
সতত উছলে বদন ব্যাপি।

৫

কি ভুরু যুগল! যেন চিত্র-কর,
টানি,—টানি—করি সহসা ভুলি,
একটানে যেন দু'ধারে দু'টানে,
অদ্বিতীয় টানে টেনেছে তুলি।

৬

সংসার-শোভনে, সর্ব্বস্ব-শোভনে,
শোভা শোভে থাকি তোমার সনে,

যথা সে মুকুতা সিন্দুরের মাঝে,
থাকিয়া ভুলায় জগত-জনে।

৭

একপাশে সরি' ওই সূক্ষ্ম তিল
চিবুকে বসেছে, হেরিলে হেন—
হয় অনুমান, উন্মত্ত—অজ্ঞান
মধু—মাতোয়ারা, ভ্রমরী যেন।

৮

আপনার ভাবে আপনি বিভোর
আনন্দ-ময়ীর ভাব কে জানে ?
আমি জানি শুধু ভাবিয়া আমার
স্বল্পায়ত্ত জ্ঞান পরাস্ত মানে।

৯

লাবণ্য-মাধুরী যেন ঝরি ঝরি—
গড়াইয়া যায় রূপের গায়,
অকস্মাৎ হেরি', হেন বোধহয়
বিজলি যেন রে ঝলসে তা'য়।

১০

রূপের ছটায় দিক্ আলোময়,
মনভোলা-রূপে ভোলে না কেহে ?
সমুজ্জ্বল কিবা বরণ তাহায়
ঢেউ খেলে যেন বহিছে দেহে।

১১

ও নহেত সিঁথি মস্তকের মাঝে—
সিঁদুরের ফোটা ললাট 'পরে,
সাক্ষী——তাই ফোটা সদাই ফুটিয়া
ভাগ ঠিক্ রাখে, দু'জনা তরে।

১২

প্রেমের পুতলী, প্রণয়ের খনি,
শান্তি-নিকেতন, রমণী-সার,
তুমি লো আমার, তোমার(ই) কারণ
প্রেম পূর্ণ সদা, হৃদয়াগার!

১৩

কুহকী-জগতে, সমস্ত মিছার,
সার কিছু নাই অসার-ভবে।
মিছার মাঝারে, যদি থাকে সার,
সে সার আধার, তুমি লো তবে।

১৪

জীবন্ত প্রতিমে! দেখিলে তোমারে
আনন্দ-উচ্ছাস উথলে মনে,
যেমন সাগর উঠে উথলিয়া,
দেখা হয় যবে শশীর সনে।

১৫

পুতুল আমার, চির-সোহাগিনী
ইচ্ছা হয়, তোরে মাদুলী ক'রে,

সংসার ত্যজিয়া, দূর বনে গিয়া
নিশি-দিন দেখি হৃদয়ে ধরে।

১৬

লজ্জা করে তাই কি লিখিব আর—
ক্ষুধা, তৃষা, নিদ্রা, কিছু না থাকে,
স্বপ্ন-মাখা ওই মূরতি তোমার,
যখন আমার হৃদয়ে জাগে।



মনে নাই।

১

মনে আছে—
অতীত দু'জনে মিলি' করিতাম লীলা—
তুলি'——কত বনফুল,
সাজাইয়া নিরজনে,
শৈশবের শুদ্ধমনে,
সঞ্চয় করিয়া যত জড়ময়ী শিলা,
আনি'—নবীন মুকুল,
দেবভাবে পূজিতাম—ভয়ে কম্প কলেবর,
সে যে কি সময় গেছে, সে কেমন সুখকর।

২

মনে আছে—
হ'য়েছিল কতদিন ক্রীড়াস্থল মাঝে—
বাল্য-সুলভ কলহ,

না শুনিয়া কোন কথা,
প্রাণে তা'র দিয়ে ব্যথা,
একাকী গিয়াছি চলি'—আজো যেন বাজে
মম মর্ম্মে অহরহ,
কাতর নয়নে চাহি, ডেকেছিল কতবার,
ফুরা'য়ে গিয়াছে সব—সে কলহ নাহি আর।

৩

মনে আছে—
দেশান্তরে রহি' কভু গল্প করিতাম—
পত্র লিখিয়া নিয়ত,
আমি দুঃখে নিমগন,
কাঁদিত তাহার মন,
কতদিনে মিলিব যে শুধু ভাবিতাম—
সে ও ভাবিত সতত,
সে লেখনী-সে রচনা-সে অক্ষর-ভুলিয়াছি,
সে বাল্য অতীত আজি—তাই সব ত্যজিয়াছি!

৪

মনে আছে—
একদিন(ও) শুনি নাই অপ্রিয় বচন—
মৌনব্রত ছিল তা'র,
বেদনা পাইত যদি,
বচন আঘাতে অতি,
বিরলে করিত দুঃখে নীরবে রোদন—
কেহ-জানিত না আর,

নিরখিয়া নয়নের পল্লবে কালিমা-লেখা
জিজ্ঞাসা করেছি—"বুঝি লুকা'য়ে কেঁদেছ একা?"

৫

মনে আছে—
সে আমার ছিল যেন কত আদরের—
কষ্টে—বিরামের স্থল,
অমায়িক মুখখানি,
কি সুন্দর মিষ্টবাণী,
ভুলাইত যত জ্বালা ঘৃণিত শোকের,
দৃষ্টি—কি ছিল তরল,
পাষাণ(ও) হইত দ্রব, অখিল করিত আলো,
সৃষ্টির কুসুম সেই—সবাই বাসিতভাল।

৬

মনে আছে—
কপটতা হৃদে তা'র ভ্রমেও কখন—
পশে নাই দিনতরে,
অন্যের দুঃখের কথা,
শুনিলে পাইত ব্যথা,
গাহিত তাহার গুণ জন-সাধারণ—
সবে ডাকিত সাদরে,
অপরে দিয়াছে পীড়া—মনে নাহি দিত স্থান,
কুণ্ঠিতা হ'ত না কভু—করিতে সে স্বার্থদান।

৭

মনে আছে—
অন্তরের কত কথা কহিত আমায়—
যাহা—রাখিত গোপনে,
আমারো যা'ছিল মনে,
বলিতাম তা'র সনে,
তেমন দ্বিতীয় আর পা'ব না ধরায়—
নাহি—হেরিব নয়নে,
সে আমাতে—আমি তা'তে—জড়িত হইয়া যেন
বাড়িয়াছিলাম, বিধি—বলনা কাঁদিতে কেন!

৮

মনে আছে—
ভাবি নাই-একেবারে হইব এমন—
শেষে—সম্বন্ধ বিহীন,
পাশরিবে সে আমারে ;
তিলেক না হেরে যা'রে,
হৃদয়ে পেতাম কত বিষম-বেদন—
সে তো ছিলনা কঠিন,
ছিল বটে ভোলামন, সকল(ই) যাইত ভুলে,
আমায় ভুলিবে কি সে অন্তর-বন্ধন খুলে?

৯

মনে আছে—
একবার হেরি তা'রে কতদিন পরে
মন পূর্ব্বের মতন,

হইল চঞ্চলতর,
উথলিল হৃদি-সর,
হেরিলাম—হেরিল সে, উন্মত্ত অন্তরে
ক্ষোভে করিল রোদন,
বুঝিলাম—মনে আজ(ও) রাখিয়াছে অভাগারে
সে দিন, সে কাল নাই—অকারণ দোষি তা'রে।

১০

মনে আছে—
লইয়াছে সে আমার ভুলাইয়া সব
শূন্য করিয়া হৃদয়,
স্মৃতির নয়নে তা'য়,
দেখি যদি দেখা যায়,
আশার সে ছবি খানি হয় অনুভব—
সবি ঠিক মনে হয়,
যেমন তপন-করে শিশির উড়িয়া যায়,
সেরূপ নিরাশা-তাপে আবার হারাই তা'য়।

১১

মনে আছে—
চির-সন্তাপিত এই আমার জীবন—
লুব্ধ—মৃগ-তৃষ্ণিকায়,
এই দুঃখে, এই ভাবে,
আমরণ এ সন্তাপে,—
সহিতে হইবে ভবে বিষম বেদন—
শান্তি—নাহি এ ব্যথায়,

ভালবাসিয়াছি তা'রে তাই এত জ্বালা পাই
কেন বাসিলাম ভাল—কিন্তু তা'ত মনেনাই।

নিভিল।

জীবন-পরিধি ব্যাপি একটি আলোক
অন্তর উজ্জ্বল কোরে নাশি তমোশোক,
ওই যে জ্বলিতেছিল,
ওই যে হাসিতেছিল,
ওই যে নাচিতেছিল, প্রাণের আলোক,
অকালে নিভিল কেন পাসরি' সাধক।

২

ওই আলো লক্ষ্য করি' ভুলিয়া সকল,
যাপিতাম নিশি-দিন হ'য়ে অচঞ্চল,
আলোক করিত খেলা,
ঘুচিত প্রাণের জ্বালা,
হেরিতে সে রঙ্গ,মন হইত পাগল,
তাই বুঝি নিভে গেল অভাগা-সম্বল।

৩

দিনান্তে হেরিলে ওই আলো একবার,
দূরে যেত অন্তরের সব অন্ধকার,
বুঝিবে না [illegible]জনে,
এখনো রয়েছে মনে,
নিভিতে নিভিতে ওই আলো কতবার,
জ্বলেছিল পূর্ব্বমত হাসিয়া আবার।

৪

যতন করিয়া তা'রে রাখি সাধ্যমত,
ভাবিতাম সে আমার জ্বলিবে নিয়ত,
তাহার কিরণ রাশি
আজীবন অভিলাষি,
বিরামদায়িনী, স্নিগ্ধ জ্যোতি ছিল তা'র,
একমাত্র রত্ন সেই ছিল অভাগার।

৫

আলোক আমায় হেরে হইত আকুল,
এতকাল ছিল সে ত মম অনুকূল,
আজি সে কাহার ঘরে,
আজি সে কাহার তরে,
ভুলিয়াছে অভাগারে—আজি প্রতিকূল,
সুখী কি সে নাশি মম আশার মুকুল !

৬

নিভিল,—না জানি কোন্ শঠের ফুৎকারে !
হাসিয়া সে আলো আজি হাসায় কাহারে !
কে তা'রে যতন কোরে,
রাখিয়াছে সমাদরে,
অথবা বুঝিবা কত কষ্টে আছে হায়,
সাধের আলোক কেন বঞ্চিলি আমায় !

৭

কি সাধে আশ্রয় দান করিয়া যতনে
রাখিয়াছিলাম কক্ষে—পাছে মরমে—

হেরি তা'রে একবার,
জুড়াতে এ জ্বালা আর,
পা'ব নাকি—একদিন কভু এ জীবনে,
কি যে ব্যথা তা'র তরে দেখাতে বিজনে ?

৮

বারি যথা শুষ্ক হয় রেখা মাত্র রাখি,
তেমতি কলঙ্ক-লেখা চিত্তে মম আঁকি,
আজি সে গিয়াছে চলি,'
আমি নিশিদিন জ্বলি,
আবার কভুবা ভুলে কক্ষে চেয়ে থাকি,
নাহি সে সোণার আলো তবু ভুলে ডাকি।

৯

নিভিল আলোক—গৃহ হইল আঁধার,
জ্ঞান-অগোচরে গেল করি পরিহার,
হাসিতে হাসিতে ওই—
কোথা গেল—আর কই
শান্ত সাগরের বুকে তরঙ্গ সঞ্চার,
শূন্য বক্ষ—ছিন্ন ভিন্ন সর্ব্বস্ব তাহার।

১০

কত অভিলাষ হয় মানসে উদয়,
উদয় হইয়া পুনঃ ক্ষণে হয় লয়,
আশাটি অঙ্কুর হয়
কত ভাবে সে সময়

প্রসারি প্রশাখা, শাখা যুড়িয়া হৃদয়,
পূর্ণ কলেবর ধরে—কিন্তু কিছু নয়!

১১

ভিত্তি-হীন আশা কত ভাঙ্গিয়া গঠিয়া
তবু কই বুঝে মন—শুধু দহে হিয়া।
নহে সে কপাল মম,
সকলি স্বপন সম,
ইচ্ছা করে তাই করি সকলি ত্যজিয়া
যাহাতে সে আলো পাই, যা' গেছে নিভিয়া।

১২

"বুঝনা পাগল" বোলে সবাই বুঝায়,
এ ত সে পাগল নয় যাতনা বাড়ায়,
কি সে বাতুলতা নাই,
পৃথিবীর কোন্ ঠাঁই,
বুঝেনা—আমার মন, কাঁদি কি ব্যথায়,
কা'র কাছে প্রাণ মম, আছি কি দশায়।

১৩

জীর্ণ-অস্থি কয় খানি বহি' নিশি-দিন
দিন দিন কেন এত হতেছি মলিন,
বুঝেনা সে সব কথা,
সবে বলে বাতুলতা
দেখে না ত হৃদি মম—আঁধার বিপিন
নিভিয়া কি আলো মম র'বে চিরদিন।

১৪

বিদ্যুৎ নিভিয়া পুনঃ দৃশ্যমান হয়,
কত যে আলোক মালা হইয়া উদয়,—
ওই যে গগন-ভালে,
নিত্য নিত্য নিশা কালে,
আবার যামিনী শেষে লুকাইয়া রয়,
নিভিয়া আবার তা'রা হয় জ্যোতির্ম্ময়।

১৫

নিভিল, আবার আলো কেন না জ্বলিল,
আশার আরাধ্য আলো কোথা লুকাইল,
অকালে সকলি ফেলি,
আঁধার করিয়া গেলি!
হাসিতে হাসিতে ওই সহসা ছলিল,
সাধের আলোক মম অকালে নিভিল।



জীবন-পরিচয়।

১

বিংশবর্ষাধিক কাল কাটালে জীবন,
দেখিলে যে কতদেশ,
সহিলে যে কতক্লেশ,
কত বিপর্য্যয় ভবে হইল ঘটন,
কি শিক্ষা লভিলে, এত করি'পর্য্যটন।

২

কল্পনার বাস-ভূমি জীবের সংসারে
কে তোমারে পাঠাইল ?
কি তাঁর বাসনা ছিল ?
এস আজি বক্ষ ত্যজি, বারেক বাহিরে,
বসি এস নিরজনে, কংসাবতী তীরে।

৩

এই দীর্ঘকাল আছি একত্রে দু'জন,
কিন্তু একদিন(ও) কভু,
ডাকি নি তোমারে তবু,
একদিন ও ভ্রম ক্রমে হয়নি স্মরণ—
"জীবন—তোমার সনে করি আলাপন"।

৪

এতদিন অন্ধ হ'য়ে রয়েছি উভয়ে,
ভাব দেখি জ্ঞান-নেত্রে,
সম্বন্ধ কি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে,
কালচিত্রে কি দেখিলে কোন্ অভিনয়ে,
পুরস্কার কিবা তা'র দিলে বিনিময়ে ?

৫

জীবন রে চেয়ে দেখ তুমি একবার—
সংসারের কলেবরে,
সুসজ্জিত স্তরে স্তরে,
স্তূপাকারে পরমাণু,—বিভিন্ন আকার,
মহাকালে অভিনেতা চরমে যাহার।

৬

সময়ে পৃথক হ'ব তোমায় আমায়,
জানিতে দিবেনা কাল,
গুটা'বে সম্বন্ধ-জাল,
দেখাদাও—পরিচিত হই দু'জনায়,
দেখি নাই একদিন(ও) জীবন তোমায়।

৭

সময়ের স্রোতে ভাসি' সমস্ত জগৎ—
কি দিতেছে পরিচয় ?
কাহার গরভে লয় ?
বুঝেছ কি বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ?
বুঝেছ কি কর্ম্ম তব সৎ কি অসৎ ?

৮

অভিলাষ—আজ তব যত আবর্জ্জনা
এস দূরে নিক্ষেপিব,
কলঙ্ক মুছা'য়ে দিব,
নূতন করিয়া হৃদে করিব স্থাপনা,
জীবন ! বাহিরে এস, মুছি আবর্জ্জনা।

৯

স্বভাবের সর্ব্বদেশ কর নিরীক্ষণ,
পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার,
কলঙ্ক রাখেনা তা'র,
এত কাল আছ—আছি—কখন জীবন
কর নাই—করি নাই—কলঙ্ক স্মরণ।

১০

দিব আজ ভাসাইয়া কংসাবতী নীরে—
বহুদিন-সংগৃহীত—
আবর্জ্জনা রাশীকৃত,
ভেসে যা'ক্ আজি সব—অনন্ত-মন্দিরে,
কতই জঞ্জাল ওই ভেসে যায় ধীরে।

১১

জীবন কাতর হ'য়ে করিল উত্তর—
"কর্ম্মেন্দ্রিয় তব সনে—
ব্যথা পা'ব, আলাপনে
যে প্রশ্ন করিলে নহে তব অগোচর।"
জীবন কাতর হ'য়ে করিল উত্তর।

১২

"কর্ম্মেন্দ্রিয়—নারকীর হেথা কারাগার,
জীবন—জলৌকা সম,
বাসনায়—পূর্ণ তম,
চেন নাই সেই হেতু—জীবন তোমার,
চিনিবেনা কভু—এ যে কৃতঘ্ন সংসার।"

সম্পূর্ণ।
